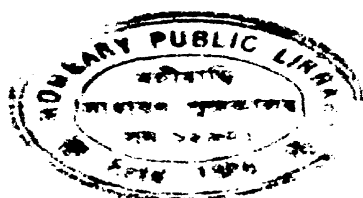
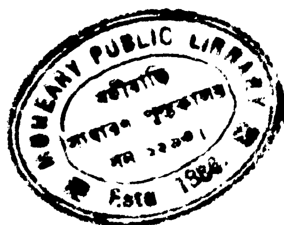
সাপ আর মেয়ে



সাপ আর মেয়ে

বিশ্বনাথ চৌধুরী



ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ—১৩৪৬

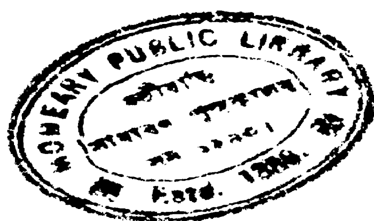
মে—১৯৩৯

১২১বি সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের মহেশ প্রেসে বঙ্কিম ঘোষ ছাপিয়েছেন,

আর

৩৯ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট থেকে তারাদাস চৌধুরী প্রকাশ ক'রেছেন

সাপ আর মেয়ে



মণীষাদি'কে অরুণ এই প্রথম দেখলো,—ছেলেবেলা থেকে কত স্বপ্ন আর কল্পনায় এলোমেলোভাবে ও তার কথা ভেবেছে, ওর সম্বন্ধে যত গল্প—কৌতূহলী হ'য়ে ও তা শুনেছে।

এতদিনে ওর কৌতূহল মিটলো—বড় হ'য়ে মণীষাদি'কে অরুণ এই প্রথম দেখলো। যে সব দিন চলে যায়,—সে সব দিনের কাহিনী যখন আর একজনের মুখে শুনি তখন এত ভালো লাগে,—অরুণেরও ভালো লাগতো; ভাল লাগতো বলে' ও এক গল্প কতবার করে শুনেছে!

অরুণের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা অনেক প্রচেষ্টা মণীষাদি'র কাছে উৎসাহ পেয়েই, ও তা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করে আর মণীষাদি'র সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ বিনীতভাব পোষণ করে' ওর মন যেন কাণায় কাণায় ভ'রে ওঠে,—সেই ছেলেবেলাকার সাঁতারকাটা—ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের ওপর গা ভাসিয়ে শুধু খেলা করা—তারপর বৃষ্টির দিনে ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে ভূতের গল্প শোনা; মণীষাদি হয়ত তার চেয়ে বছর খানেকের বড় কিন্তু ওইটুকু মেয়ের কী কড়া শাসন!—

অরুণ ত' রীতিমত তার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা বলেছে।

সময়ের চাকা গড়িয়ে যায়,—আমাদেরও।—মাঝের ক'টাপাতা ঝাপ্‌সা ;—অনেক রঙ্‌ আর অনেক রেখার ভিড়, অনেক আশা আর অনেক স্বপ্ন। ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে যুদ্ধ করে' মণীষাদি'ও ক্লান্তিতে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে। অরুণের জীবনেও সোনালি রঙ কেটে গেছে,—তার ধূসর চোখে নেমেছে প্রশান্তি, অসহায় করুণ প্রশান্তি !

ওদের হয়ত কথা বলার কিছু নেই,—আর কী-ই বা থাক্‌তে পারে ! উত্তেজনার আগুন নিভে যাবার পর দু'টি ক্লান্ত মনের শিথিল নিষ্ক্রিয়তা। মণীষাদি' আর ও—ওরা চুপ করে ব'সে। একটু থেমে ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর হাতটা ছড়িয়ে দিয়ে শুষ্ক গলায় ও বললে 'মণীষাদি ?—তুমি !—'

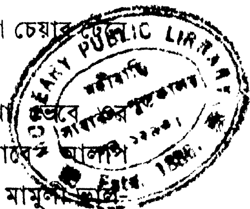
অরুণ শুধু ওই কথাটুকু বল্‌তে পারলো—মাঝের অনেকগুলো পাতা বাদ দিয়ে জীবনের প্রথম পাতায় আবার রেখাপাত !

—সেই অরুণ আর সেই মণীষা !

সাপ আর মেয়ে

মণীষা শুধু তার দিকে চুপ ক'রে তাকাল; মণীষা আশা করেছিল অরুণ হয়ত তা'কে দেখে অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠবে,--হাত ধরে খানিকক্ষণ খেলা করবে,—চুল এলোমেলো করে দেবে; হয়ত তার পা থেকে স্যাণ্ডেলটা খুলে নিয়েই লোফালুফি সুরু কর্‌বে—অরুণের দুরন্তপনা কোন্ ছিদ্র দিয়ে এসে কোন্ পথে পৌঁছায় তা কী বলা যায়! হয়ত তার সিল্কের ব্লাউজটায় পার্কারের কালি ছিটিয়ে নোংরা করে দেবে,—মণীষা তাই ভেবেছিল—আর ওর দুরন্ত অত্যাচার সহ্য করবে বলেই নিজেকে প্রস্তুত ক'রে এনেছিল।

কতখানি খুসী হ'য়েছিল ও অরুণের কথা ভেবে!—কিন্তু অরুণের নির্লিপ্তভাব দেখে ও অনেকটা দমে গেল; কিছুক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে একটা চেয়ারে হেলে বসে পড়লো।



অরুণ যে আর ছেলেমানুষ নেই একথা ভেবে ওর দুঃখ হলো। এখন যে ওরা গম্ভীরভাবে আলাপ আলোচনা সুরু করবে, সেই একঘেয়ে মামুলী ভালো-মন্দের সংবাদ; কিম্বা রাজনীতি; কিম্বা সাহিত্য—ভদ্রপোষাক পরে' লোকে যে সব কথা বলে' আরাম

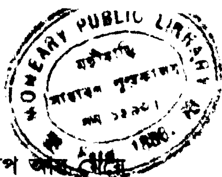
পায়!—সেই মণীষা আর সেই অরুণ! কত অল্প সময়ের মধ্যে ওরা কতদূরে সরে গেছে!—

'তারপর মণীষাদি'?' অরুণ চোখটা মুছে, চুল আঙুলে জড়াতে জড়াতে, মণীষার চেয়ারের পিছনে হাত রাখলো।

মণীষা তখন টেব্‌লের ওপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খাতাপত্র এটা ওটা নাড়াচাড়া করছে।

'তারপর মণীষাদি?' অরুণ ডাক্‌লে। ওর ডাকে সেই পুরোনো দিনের অস্পষ্ট সুর, মণীষার ভাল লাগলো—আর ও যেন ফিরে পেল ওর কথা বলার সাহস;—অরুণের দিকে একবার প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকাল; হাত দুটো হাতের মধ্যে বন্দী করে' বললে 'তারপর অরুণ?' মণীষা আঙুল দিয়ে ওর ঠোঁটের ওপর নরম আঘাত করলো,—সেই অরুণ আর সেই মণীষা—ওরা আবার ফিরে পেতে চেষ্টা করলে সেই এলোমেলো দিন। 'কতদিন পরে মণীষাদি?' অরুণ বল্‌লে।

'প্রায় ছ' বছর!—এতদিন তোমার কী করে কাটলো?'



সাপ আর মেয়ে

'আমিও তোমাকে এই প্রশ্নই করবো ভেবে-ছিলাম।'

'তাই নাকি?' মণীষা একটু হাস্‌লে, একটা দ্রুত নিঃশ্বাসপতনের শব্দ আর তার সঙ্গে সঙ্গে মণীষার কথা, অস্পষ্ট বেদনাময় সেই সুর; 'সময় কাটে; সত্যিই কাটে, আমারও কাটলো' মণীষার বিষণ্ণ চোখে দিনের শেষ আলোর ক'টি রেখা! চোখ তুলে মণীষা আবার বল্‌লে 'সময়ের তীক্ষ্ণ দাঁতে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে পরি আর ঝরে' পড়ে রক্ত—সময়ের গা বেয়ে, অসহায় মানুষের কান্না আর দীর্ঘশ্বাস!'

অরুণ অস্থিরভাবে মণীষার হাত দুটো ধরে বল্‌লেঃ 'মণীষাদি ভালো লাগচে না ঘরের বিষণ্ণ আবহাওয়া,—চলো বাইরে যাই।' ওরা দুজনে উঠে পড়লো।

অনেক দিনের স্বপ্ন আর স্মৃতি, সন্ধ্যার গোধূলি-আলো যেখানে অস্পষ্ট আর মায়াময় হ'য়ে উঠেছে, ওরা সেইখানে এলো—সেই লিচু গাছের পাশে দোল্‌না, সেই যেখানে রজনীগন্ধার গন্ধ রাত্রির মুহূর্ত্ত-গুলোকে মদির করে তুল্‌তো—আর ফুটে উঠতো অজস্র তারা—স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, সবুজ তারা।—ওদের কথা

কি তখন শেষ হ'তো যখন ওরা ভালো বাস্‌তে পারতো এই পৃথিবীকে,—আর ওদের চোখে লেগে থাক্‌তো স্বপ্ন।—তাই ওদের ভয় করলো যখন ওরা সেই পুরাতন জায়গাটিতে এসে আশ্রয় নিলে,—নিজের দারিদ্র্য উলঙ্গভাবে নিজের চোখে ধরা পড়লে যেরকম ভয় লাগে, সেইরকম। সেই মুহূর্ত্তে কি কোন প্রেত-হাতের ছায়া এসে ওদের গায়ে লাগলো, যখন অরুণ মণীষার হাত ধরে বললে: 'আমি কিন্তু একটুও বদলাই নি, আমার কী ভালো যে লাগে এখানে এসে বস্‌লে! —মনে হয়, এইত সেদিন! তুমি আর আমি পাশাপাশি বসেছিলাম!' অরুণ মিথ্যা কথা বললে। সময় ওর শত্রু, ও তাকে পরাজিত করতে চায়, সময়ের গতিবেগে ও কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে ও তা ভাবতে পারেনা; তাই ও ওকথা বললে,—শ্রান্ত অরুণ এই ভেবে আরাম পেল। ওরা দু'জনে চাঁদ দেখার আশায় বসেছিল কিন্তু ওরা জানেনা চাঁদ আর এখন উঠবেনা; কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

মণীষা বললে: 'কী অন্ধকার, মানুষের মুখ দেখা যায় না।'

'বেশ লাগছে—শুধু এই অন্ধকারেই চুপ করে' বসে থাকা যায়—তোমার হাতটা টেনে নিও না'—অরুণ মণীষার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে লাগলো। মণীষা বল্‌লে ঃ 'কী নরম তোমার হাত, মুঠোর মধ্যে ধরা যায়; মেয়েরা ভালবাস্‌বে তোমায়'—মণীষা আদর করে' ওর গায়ের ওপর একটা ছোট্ট' চড় মার্‌লে।

—'ওটা কি compliment বলে' গ্রহণ করতে বলো মণীষাদি ?' অরুণ হাতটা সরিয়ে নিলে।

'এই—রাগ করলে ? কি বোকা ছেলে তুমি !' মণীষা অরুণের চুলগুলো আঙুল দিয়ে সরাতে সরাতে ওই কথা বল্‌লে। নিস্পন্দ, অসাড় রাত্রি—অনেকগুলো মুহূর্ত্ত কেটে গেলো—মণীষা বল্‌লে ঃ—'আর কিছু করোনি, অণুর বিয়ের পর ?'

'না'

'কিছু বলোনি তাকে ?'

'না'

'খুব দুঃখ পেয়েছিলে বুঝি ?'

'দুঃখ ?' অরুণ হাস্‌লো—'দুঃখের অপচয় কোরবো কেন ? আমি জানি মেয়েদের কত ভাণ—শুধু অভিনয়

নিয়েই তা'রা বেঁচে থাকে—অনুও ত' সেই দলের। আমি তাকে ক্ষমা করেছি মণিদি।'—

'আহা, বেচারা অরুণ'—মণীষা আদর করে' তাকে কাছে টেনে নিল। হঠাৎ খস্‌খস্ শব্দ শুনে অরুণ প্রশ্ন করলে, 'ওকি ?'

'কি জানি !'

'সাপ নয়ত ?' অরুণ মণীষার কাছে সরে এলো।

'তোমার সাপের ভয় আছে ?' মণীষা জিজ্ঞেস্ করলে।

'নিশ্চয়ই ! সাপ আর মেয়ে, পৃথিবীতে এই দুটো জিনিষই ত' সবচেয়ে ভয় করে' চলি—তুমি রাগ করতে পাবেনা মণিদি—তোমাকে বাদ দিয়ে কিন্তু ও কথাটা বলেছি—'

'এটা অনুগ্রহ না নিগ্রহ অরুণ ?'

'না সত্যি তোমাকে আমার ভালো লাগে।'

'তাই নাকি ? কী দুষ্টু তুমি'—একটু পরে মণীষা আবার বল্‌লে: 'আচ্ছা কোনদিন কি মনে করেছ আমার কথা ? একটা দিনের জন্যেও ?—সত্যি বলো ?'

'তোমার মনকে প্রশ্ন করে' দেখো—কোনদিন কি মনে পড়েছে আমায়?—সত্যি বলো'—অরুণ বললে। মণীষা উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠলো 'কত নিঃসঙ্গ রাত ভরে উঠেছে তোমার স্বপ্নে—ঘুম না আসা পর্য্যন্ত শুধু তোমার কথা ভেবেছি।'

'কি মধুর করে তুমি বল্‌তে পারো মণিদি—কথাগুলো মিথ্যে হ'লেও আমার দুঃখ নেই। শুধু তোমার কথা ভেবেছি—কী অদ্ভুত রকম সুন্দর তোমার মুখে শোনাল।'

মণীষা বোধ হয় একটু আঘাত পেল—ওর চুপ-করা দেখে তাই মনে হয়।

অরুণ অন্যমনস্ক মণীষার হাত ধরে' একবার টান্‌লে, তারপর বল্‌লে, 'আমায় ক্ষমা করো মণিদি'। তোমায় একটা নতুন কথা বল্‌বো।'

'কি ?'

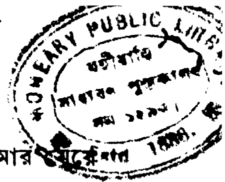
'আজও সমস্তদিন শুধু তোমার কথা ভেবেছি।' কথাটা অরুণ আবৃত্তির মত করে' বললে।

মণীষা একটু হাসলে, পরে ওর একটা হাত আবার কোলের ওপর টেনে নিলে।......

সাপ আর মেয়ে

আবার সেই কলকাতার ট্রাফিক—সেই পেট্রোল—সেই ধোঁয়া আর ধূসরক্লান্ত দিন!—আশ্চর্য্য, তবু অরুণ রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো। ছোট সহরের অসহায় একাকীত্বের পর বিরাট পটভূমিতে চেনা অচেনার মুখ—কার না ভাল লাগে? অরুণেরও ভালো লাগলো। আর আশ্চর্য্য, অরুণ কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে এর প্রত্যেকটি জিনিষ লক্ষ্য করতে লাগলো। সেই নব পরিচিতের বিস্ময় আর কৌতূহল—আর খুঁজে পেতে চাইলো একটি অবসর—যা সে ইচ্ছামত অপচয় করতে পারে—সময়ের রুক্ষ দেয়াল দিয়ে যা ঘেরা নয়—ঘড়ির কাঁটা তুটো যেখানে উদ্ধত দৃষ্টি নিয়ে পথ রোধ করে' নেই—এমন একটি অবসর যা সংক্ষিপ্ত এবং সঙ্কীর্ণ নয়,—যেখানে সময় সুধু সময় কাটানোর জন্যেই।—কলকাতার পটভূমিতে আবার তার মণীষাদি'কে দেখার ইচ্ছে হ'লো—তাই অরুণ ওকথা ভাবলে।

'ইউনিভার্সিটি' খোলার মাত্র ক'টা দিন বাকী। এমনি এক সন্ধ্যায় অরুণ মণীষার 'হোষ্টেলে' গেল। কিন্তু মণীষা ওখানে নেই—অরুণের এমনি বিশ্রী



লাগলো সে সন্ধ্যা, যে সন্ধ্যা শুধু মণীষার জন্যেই নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। তার কোন কিছু বলতে ভাল লাগলো না —কোন কিছু প্রশ্ন করার আগ্রহও সে মনের মধ্যে খুঁজে পেল না। এ'কটা দিন মণীষা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। মণীষার সঙ্গে আর একটা দিন অনেক গল্প করে' অনেক কথা না বলে' সে কোন কাজে মন বসাতে পারছিল না। ছুটির দিন শেষ হলো— অসহায়ভাবে আবার সেই আত্মসমর্পণ,—'মেসের' বিছানায় শুয়ে অরুণ ভাবতে লাগলো।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; কলকাতায় দোতালা বাস আছে; আর মাসের প্রথম বলে' অরুণের টাকাগুলো এখনও নিঃশেষিত হয়ে' যায় নি; কিন্তু অরুণের দুঃখ হ'লো এই ভেবে, কলকাতারও শেষ আছে; অবিশ্যি শেষ সব যায়গারই আছে; কিন্তু অরুণের এখন দরকার, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ান—কলকাতার রাস্তাগুলো যদি আরও দীর্ঘ হ'তো—আরও—আরও দীর্ঘ আর সে এই অলস সন্ধ্যায় মনের ভাবনাগুলো নিয়ে খেলা করতে পারতো;—যেতে পারতো অনেক —অনেক দূরে—অনিশ্চিত কালের জন্য—সীমাহীন

পথ অতিক্রম করে,—কিন্তু সবই শেষ হয়; সবই ফুরিয়ে যায়।

এপ্রিল শেষের—বসন্ত। এমনি এক সন্ধ্যায় মনে আসে ক্লান্তি আর অসহনীয় হ'য়ে ওঠে নির্জ্জন একাকীত্ব। তখন জীবনকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য চাই উত্তেজনা, উন্মাদ গতিবেগ,—যা দিতে পারে মনকে লঘু করে'। এলোমেলো হাওয়ায় অলস সন্ধ্যায় অরুণের বাসে যেতে ভালো লাগলো। উত্তেজনা—আর খানিকটা আগুন, এছাড়া জীবন চলে না, মেয়েদের সম্বন্ধে অরুণের এই ধারণা; জীবনে তাদের প্রয়োজনকে সে অস্বীকার করতে পারে না। অরুণের ভয় করে একথা ভাবতে, আর মেয়েদের সামনে ও নিজেকে যথেষ্ট অসহায় মনে করে।—কিন্তু আগুন ছাড়া ওদের আর কি বলবো? 'ষ্টীম্' ছাড়া ইঞ্জিন চলে না আর মেয়ে ছাড়া পুরুষ,—ভাবতে পারো? মনে হবে তোমার 'মোটরে' যেন 'পেট্রল' ফুরিয়ে গেছে আর জীবনে এসে' গেছে ক্লান্তি; আগ্রহশূন্য জীবন ভয়াবহ শূন্যতায় বিষণ্ণ—কিন্তু সে রকম মেয়ে অরুণ কোথায় পাবে?—যার ছবি ও দেখেছে স্বপ্নে; যার কথা নিয়ে ও লিখেছে কবিতা।

—তাই ত অরুণ মেয়েদের ভয় করে। ওর সুন্দরের স্বপ্ন যদি মরে যায় ও তা সহ্য করবে কি করে'? অরুণ এটা জেনে নিয়েছে, মেয়েরা স্বপ্ন নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে না।—প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানে কতটা আদায় করতে পারলো সেইটা বিশেষ করে' বুঝে নিতে চায়; বড় বেশী practical ওরা; তাই ত ওর ভয় করে, যখন ওর চোখ ভরে' আসে স্বপ্নে আর রাত্রির অরণ্যে জেগে ওঠে কবিতা—তখন যদি কোন মেয়ে কাছে আসে ও তা সহ্য করতে পারে না,—অসহায় দুর্ব্বল অরুণ ভাবতে পারে না একথা। তাই এপ্রিল শেষের বসন্তে ওর একা বাসে যেতে ভাল লাগলো, ওর ভাবনাগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে।

বালিগঞ্জের বাস হু হু শব্দে ছুটেছে—ও এতক্ষণ পিছনের দিকে লক্ষ্য করে নি; হঠাৎ কি মনে করে' ও ফিরে তাকাল—আর আশ্চর্য্য, ও মণীষাদি'কে দেখতে পেল—মণীষার নির্লিপ্ত ভাব ওকে নিরুৎসাহ করে' দিলে—সত্যিই কি মণীষা ওকে ভুলে গেছে? অরুণ অস্বস্তিকর উত্তেজনায়, এলোমেলো তাকাতে লাগলো আর ঘৃণা করতে চেষ্টা করলো মণীষাকে—সেই মণীষা,

সাপ আর মেয়ে

যে ওকে আদর করে' বুকের কাছে টেনে নিয়েছে, এত সহজেই সে ওকে অনায়াসে ভুলে যেতে পারলো? আর মনে হলো আজকের সন্ধ্যা দুঃস্বপ্নের মত ভারী করে' দিয়েছে মণীষা;—মণীষা আর তার স্মৃতি। কণ্ডাক্টর বেল দিলে অরুণ নামলো। কোথায়ই বা সে যেতে পারে? গোধূলিবেলার ইন্দ্রধনুর ইসারা বেশ ভাল লাগছিল, হঠাৎ এলো মেঘ—একপাল বুনো হাতির অশান্ত পদক্ষেপ অরুণের মুহূর্ত্তগুলো গেল গুঁড়িয়ে—সব রঙ আর রেখা ধুয়ে মুছে গেল। অরুণ কি এর চেয়েও বেশী শ্রান্ত হয়েছিল কোনদিন? চল্‌তে আর ভাল লাগে না—সে ত চল্‌তে পারতো, অনেক—অনেক দূরে—সে কি জানতো আবার তার মণীষার সঙ্গে দেখা হবে এবং সে থামতে বাধ্য হবে; এই মুহূর্ত্তে যেমন সে থেমেছে! যে মণীষার সঙ্গে এতদিন দেখা করার একটা সুযোগ খুঁজছিল, সেই মণীষাকে দেখে ও বাস থেকে নামতে বাধ্য হলো—আরও ভাবলে, · হাল্কা নরম কথা, ন্যাকামি, অসম্ভব রকমের ভাণ আর অভিনয়—এনামেল করা রঙ, লিপষ্টিক্ আর রুজ। আধুনিক মেয়েদের কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায়

কি না—ভাবতে গিয়ে অরুণের এই কথা মনে হলো।

অরুণ চলছিল খুব ধীরে ধীরে। হয়ত চলার মধ্যে না-চলার ভাগটাই বেশী ছিল—যেটুকু সে সামনে চলছিল তার চেয়ে বেশীক্ষণ অন্যমনস্কভাবে সে থেমে পড়ছিল! এমনি এক থামার মোড়ে পিছন দিক থেকে তার কলারে টান পরলো···

'কী দুষ্টু তুমি!' মণীষা বললে।

'—আর তুমি?' অরুণের উত্তরে হয়ত একটু ঝাঁজ ছিল—কিন্তু কী সুন্দরভাবে মণীষা ও কথা বললে আর এমন নরমভাবে ওর হাত দুটো চেপে ধরলো! অরুণ শুধু চেয়ে রইলো স্থির দৃষ্টিতে···।

ওরা এখন সহজভাবে আবার চল্‌তে আরম্ভ করেছে। মণীষা বললে: 'দেখা গেলো রাগলে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখায়—একটি দুর্ব্বল শিশুর মত—সেই জন্যই ত ডাকি নি তোমায়। কী অসম্ভব রাগ তোমার?' এর মধ্যে ও একবার বাঁ হাতের দিকে চেয়ে নিল, তারপর বললে: 'পাঁচ মিনিটের ওপর তোমার পিছন পিছন আস্‌চি; একবারও কি ফিরে তাকালে?—কী অদ্ভুত

তুমি !' মণীষা তার হাতে একটু ঝাঁকানি দিয়ে বললে 'সে জন্যেই ত নাম্‌তে হ'লো, তুমি নামার সঙ্গে সঙ্গে'—

'সেই জন্যেইত নামতে হলো তুমি নামার আগে' —অরুণ বল্‌লে। ওরা আবার চুপ করে গেল।··· অরুণ আরম্ভ করলেঃ 'বাসের লোকগুলো আমায় অভদ্র মনে করলো—শুধু তোমার জন্যে—'

'কেন ?' কৌতুক দৃষ্টিতে মণীষা তাকাল।

'আমি তোমার দিকে ওরকম হাঁ করে' চেয়েছিলাম বলে'—'

'সেজন্য নিশ্চয়ই আমি কিছু মনে করি নি।'

'কি করে জানবো মেয়েদের মন ?' অরুণ বল্‌লে। 'কি করে জান্‌বে মেয়েদের মন ?' মণীষা, অরুণের হাতটা নাড়াচাড়া করতে করতে একটু ভঙ্গী করে সনিঃশ্বাসে, বললে ওকথা।

'আচ্ছা মণিদি—তোমাদের 'হস্‌টেলের' ওই বৃদ্ধা ভদ্র মহিলাটি কি বিধবা ?'

'কার কথা বলছো ? সুচরিতাদি ?'—উৎসুকভাবে মণীষা বললে 'তুমি কি গিয়েছিলে আমাদের ওখানে ?— কবে ?—কখন ?'

'সুচরিতার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে তার কথা উল্লেখ করলাম—এইত যথেষ্ট প্রমাণ হলো—আশা করি তোমার আর কোন প্রশ্ন নেই'—আবার অরুণের কি রকম অস্বস্তি লাগতে লাগলো।

'আমিও ভেবেছি তোমার কথা—কতবার ভেবেছি খোঁজ নেবো—কিন্তু কি হয়েছে উৎসাহ করে কোন কিছুই আর করতে ভালো লাগে না।—তারপর কি বললে সুচরিতাদি ?'

'হয়ত অনেক কিছুই বলতেন—আমার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে শুধু তোমার অনুপস্থিতির সংবাদটি জ্ঞাপন করে' চুপ করে' গেলেন—কী অসহায় করুণ মুখ! ক্লান্তিতে সমস্ত দেহ যেন ভেঙে পড়েছে! সত্যি, বৃদ্ধাকে দেখলে কষ্ট হয়—ওঁর কি কেউ নেই ?'

'কী ওসব যা তা বলছো ?' মণীষা হেসে ফেললে: সুচরিতার বয়স মোটে তিরিশ—চুল অবিশ্যি ওঁর ছেলেবেলা থেকেই পেকেছে—মানে কলেজে যখন পড়তেন—'

'বলো কি ?' অরুণ অতিমাত্রায় বিস্মিত হ'লো—বিস্মিত হলে ওর চোখ দুটো আরও বড় দেখায় 'উনি নিশ্চয়ই বিয়ে করেন নি ?' অরুণ বললে।

'না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অরুণ বললে 'আচ্ছা, তোমরা বিয়ে করো না কেন মণিদি ?'

'বেশীদিন কোন ছেলেকে ভাল লাগে না বলে—অবিশ্যি তোমার কথা বলি নি—তোমাকে আমার সত্যি একটু ভালো লাগছে।'

'কতটুকু মণিদি ? নেহাৎ ইঞ্চির মধ্যে আছি—না তার চেয়ে বেশী ?'

'না সত্যি ঠাট্টা নয়'—মণীষা বললে।

'তোমার কি ধারণা মণিদি—আমাকে তোমার ভালো না লাগলে বিশেষ দুঃখিত হ'তাম ?'

'না সে অহঙ্কার আমার নেই—'

'কেন নেই ?—সব মেয়ে যা ভেবে আরাম পায় ; কেন তুমি তা ভাববে না ?'

'যে হেতু সব মেয়ে আর আমি এক নই—ঠাস্ ঠাস্ করে' তোমায় চড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হয়—এত সব শিখেছ কোথায় ?' মনীষা আদর করে ওকথা বললে, তার গলার স্বরে তাই মনে হলো।

অরুণ একটু থেমে গেল। তারপর আবার বললে,

'যা সত্যি তা তোমরা সহ্য করতে পারোনা—নয় ?'

'আবার ?' মণীষা ভ্রূকুটি করে' তাকাল। চলতে চলতে ওরা অনেকদূরে এসে পড়েছিল—একটা দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে মণীষা বললে: 'এই আমার বাড়ী।'

'সে আমি জান্‌তাম' অরুণ উত্তর করলে।

'তার মানে ?'

'যেহেতু আমাকে তোমার ভাল লেগেছে', অরুণ কথাটা শেষ করলেনা। মণীষা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে 'তাতে কি ?'

'সেই হেতু', অরুণ গম্ভীরভাবে বললে, 'সেই হেতু আমাকে তুমি বাড়ী এনে অন্ততঃ এককাপ চা না খাইয়ে ছাড়বে না—এটা আশা করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবেনা। —অবিশ্যি যদিও এখনও তোমার ভালো লাগার পরিমাপটা জানা যায় নি।' মণীষা তার হাত ধরে' জোরে ঝাঁকানি দিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হেসে উঠল: 'কী দুষ্টু তুমি ? এমন ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে আমাকে ;—'ওরা ভিতরে ঢুকে গেল।

সাপ আর মেয়ে

বারান্দায় ইজি চেয়ারটা ছড়িয়ে অরুণ বসে পরলো—একটু পরে বললে, 'হস্‌টেল ছেরে দিলে বুঝি ?'

'না', মণীষা উত্তর করলে—তারপর ও নিজেই আবার বললে, 'বিশেষ কারণে বৌদি সেবাসদনে, কলকাতায় কিছুদিন থাকবেন—তাই।' মণীষার চোখে অর্থপূর্ণ হাসি যা নেহাৎ কুৎসিত এবং vulgar মনে হলো। মণীষা একটু পাশে সরে' ডাকতে লাগলো, 'কমলমণি—কমলমণি।'

অরুণ দেখতে পেল একটি প্রৌঢ়ার মুখের খানিকটা। চমৎকার কালো একখানি মুখ—আর একটু কষ্ট করে' দেখলো, বিগত দন্তমূল থেকে পানের রস নির্গত হ'য়ে মেঝের খানিকটা যায়গায় বৃত্ত রচনা করেছে—স্থূল দেহের রোমশ অরণ্য দেখে' অরুণ আঁত্‌কে উঠলো।

মণীষা ফিরে এসে বললে 'তারপর ?'

'তারপর তোমার রসবোধের তুলনা নেই মণিদি'।'

মণীষা খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠলো, তারপর বললে, 'ও বৌদি'র সঙ্গে এসেছে।'

একটু পরে আমাদের কমলমণি দু' কাপ চা নিয়ে উপস্থিত।

অরুণ কোনদিকে তাকায় নি। মাটির দিকে চেয়ে মুখটা বিকৃত করে' বললে, 'আচ্ছা দাও।'

মণীষা বুঝতে পেরেছিল। মনে-মনে সে যথেষ্ট লজ্জিত হ'লো এইজন্য; অরুণের হাত থেকে কাপ্‌টা টেনে নিয়ে বললে, 'থাক্, খেতে হবে না ওটা।'

'তার মানে?' অরুণ একটু জোর করতে যাচ্ছিল।

মণীষা বললে, দু' মিনিট',—বলে'ই সে চলে গেল। একটু পরে নিয়ে এলো চা আর মাখন-দেওয়া রুটি।

অরুণ বললে, 'তোমাকে কষ্ট দিলাম।'

'এ কষ্ট যে আগের থেকে করি নি সেজন্য ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

মণীষার দিকে চেয়ে অরুণ বললে 'সত্যি মণীষাদি', তাইত তোমাকে ভালো লাগে। কী চমৎকার তুমি কথা বলতে পারো!'

মণীষা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখটা বিজ্ঞের মত করে' অন্যদিকে ফিরে তাকাল।

মণীষা কখন চলে গেছে অরুণ টের পায়নি। একটু পরে ও শুন্‌তে পেল মণীষা বলছে; মণীষা বিছানায় এসে আশ্রয় নিয়েছে; অরুণের কানে গেল মণীষা বলছে,—'এই—ফ্যান্‌টা খুলে দাও না!'

ফ্যান্‌টা ঘুরতে লাগলো। অরুণ বললে, 'এইবার উঠি—কি বলো?'

'ব'সো না একটু।' মণীষা অরুণের হাত ধরে' একটু কাছে টান্‌লে, তারপর বললে, একটু নরম করে, 'কি ছেলে তুমি! এসে পর্য্যন্ত যাবার জন্যে অস্থির হয়েছ!'

অরুণ একটু হাসলো, তারপর বললে, 'থাকবার জন্যে স্থির হয়ে বসলে তুমি নিশ্চয়ই যেতে বলতে।'

'আমি বুঝি তাই বলি?'

'নিশ্চয়ই।'

'বা রে, কখন বললাম?'

'এই ত একটু আগে তুমিই বললে,—কোন ছেলেকে তোমার বেশীদিন ভাল লাগে না।'

'কথাটায় তুমি আঘাত পেলেও ও-ছাড়া আর কিছু বললেই ত মিথ্যে বলা হ'তো।'

'সেই জন্যেই ত বল্‌ছি—কোন ছেলেকে তুমি বেশীক্ষণ বসে' থাকতে বলতে পারো না।'

অরুণ মণীষার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। মণীষা তার জামার খানিকটা আকর্ষণ করে' সাম্‌নের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করে' বললে, 'তোমার বেলায় concession করেছি।'

'যেহেতু আমি সাম্‌নে আছি।'

'তা নয়—তুমি সাম্‌নে না থাকলেও একথা ভাবতাম। না, সত্যি তোমাকে আমার মাঝে মাঝে বেশ interesting লাগে।'

'তোমার করুণার শেষ নেই মণীষাদি'। অরুণ উঠে রেডিয়োর connection-টা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল; আর কিছুক্ষণ যদি বসে' থাকতেই হয়, সে অনায়াসে দু' একটা গান শোনার চেষ্টা ক'রতে পারে।

মণীষা বললে,—কণ্ঠস্বর কাতরতায় যথেষ্ট করুণ হ'য়ে এলো,—'কী ভীষণ মাথা ধরেছে আমার, বোধ হয় জ্বর হবে।'

'তাই নাকি?' বলে' অরুণ পয়েন্ট-টা ঘুরিয়ে ফ্যান্‌টা বন্ধ করে' দিলে। তারপর যাবার জন্য

একরকম প্রস্তুত হ'য়ে দরজায় হেলান দিয়ে বললে, 'তা হ'লে চলি মণীষাদি।'

মণীষা কিছু বললে না। ও আশা করেছিল, ও কিছু না বললে অরুণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে; অন্তত ওর মুখ থেকে একটা কথা না শুনে যাবে না। তাই সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে অনায়াসে চুপ করে' থাকতে পেরেছিল, কিন্তু অরুণের সিঁড়ি ভাঙার শব্দ কানে এলো এবং মণীষাকে বেশ দ্রুতগতিতেই বেরিয়ে আসতে হ'লো। সে বেশ চীৎকার করে'ই অরুণের নাম ধরে' ডাকলে। অরুণকে আবার ফিরে আসতে হলো।

অরুণ বললে, 'তোমার মাথা ধরেছে, সেইজন্যেই আমায় উঠতে হলো।'

মণীষা ভ্রূ কুঞ্চিত করে' বললে, 'তার মানে।'

অরুণ হাসতে হাসতে জবাব দিলে, বেশীক্ষণ মাথা-ধরার কাছে বসে' থাকলে আমার নিজেরই মাথা ধরে।'

'তাই নাকি?' মণীষা একটু কষ্ট করে' হাসবার চেষ্টা করলে। একটু থেমে অন্যদিকে চেয়ে বললে, 'আমার মাথা-ধরা অনেকটা কমে গেছে। তুমি বসতে পারো।'

'না তা পারি না। যেহেতু আমার একটু-একটু মাথা-ধরা সুরু হয়েছে।'

'কী ছেলে তুমি! আমার বাড়ীতে এসে একটা অসুখ নিয়ে ফিরে যেতে চাইছ। আমি কি তোমার কেউ নই?'

মণীষা অরুণের হাত ধরলো, 'দেবো না যেতে তোমায়।' মণীষা হাত দুটো আরও শক্ত করে' চেপে ধরেছে।

'চমৎকার লাগছে মণীষাদি।' অরুণের চোখ দুটো যেন ঘুমে ভরে' আসছে, ও এম্‌নিভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে। একটু পরে চোখ খুলে, 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী', বলে'ই সে অগ্রসর হ'তে লাগলো।

'এখুনি আসছ?' মণীষা বললে।

'জানি না।'

'না, এসো লক্ষ্মীটি।' অরুণ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। মণীষা বললে, 'এই—শোন।' অরুণ ফিরে দাঁড়াল। 'আসার সময় Hospital-এ একটু খোঁজ নিয়ে আসবে?'

'আমার হয়ত আসা হবে না।' অরুণ বললে।

'না, সত্যি ঐ খোঁজটা দিয়ে যেও। দেখলে ত সন্ধ্যায় যেতে পারলাম না।'

'কিন্তু এখন আর সন্ধ্যা নেই। Hospital বন্ধ।'

'তা হোক, তুমি বলে' যেও একবার।'

'কি বলে' যাবো ?'

'জানি না—যাও। একশো বার এককথা আমার ভালো লাগে না।'

'একশো বার এককথাই তোমাদের ভালো লাগে।'

অরুণ চলে' যাচ্ছিল। মণীষা আবার বললে, 'আস্‌ছ ত ?'

'জানি না।' অরুণের সংক্ষিপ্ত জবাব।

'বেশ !' অভিমানে মণীষার চোখ দুটো ফুলে উঠলো। সে এবার ফিরে দাঁড়াল, সিঁড়ির হাতলের ওপর কনুইয়ে ভর করে'।

অরুণও বিনা বাধায় চলতে স্থরু করলে। অরুণের এটা স্বভাব, কেউ ওকে রাখার জন্য বিশেষ ব্যস্ত এবং আগ্রহান্বিত হ'য়ে পড়েছে এটা না জানতে পারলে ওর আরাম নেই। তবু এটা তার স্বভাব, তখনই সে চলে'

যেতে চাইবে, যখন ওকে রাখার জন্য সবাই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। বাসে উঠে অরুণ ভাবলো,—সত্যিই সে ফিরবে কি না? বাস থেকে নামলো। আবার বাস এলো, অরুণ তা'তে উঠে বসলো।

'আমি যাইনি মণীষাদি',—অরুণ মণীষার কাছে এসে বস্‌লো। মণীষা একবার চোখ তুলে তাকাল, তারপর দুর্ব্বলভাবে অরুণের হাতটা ঠোঁটের ওপর চেপে ধর্‌লো—কী বিষন্ন আর মলিন মণীষাকে দেখাচ্ছিল, যখন অরুণ আবার ফিরে এলো।

অনেক সময় চুপ করে' থাকাটা অসহ্য বলে মনে হয়—কিন্তু ওদের বেশ ভালো লাগছিলো অনেকক্ষণ চুপ করে' থাক্‌তে।

'আবার হয়ত তোমায় কষ্ট দেবো অরুণ',—মণীষা পাশ ফিরে বল্‌লে।

'কেন মণীষাদি?' অরুণ কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে মণীষার দিকে চেয়েছিল।—মণীষা বললে, 'আমাকে ভালোবেসে কেউ কোনদিন সুখী হয় নি—'

'যারা অসুখী হয়েছে তাদের কথা বলো, আমার বেশ লাগে শুন্‌তে—'

মণীষা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'কী ভালো লাগে তোমার ?'

'কোন মেয়ের মুখে তার বিগত দিনের প্রেমের কাহিনী শুন্‌তে।' মণীষা আদর করে' ছোট্ট' একটা চড় মেরে বল্‌লে, 'আবার যা তা বল্‌ছো ?'—অরুণ গম্ভীরভাবে বললে 'না, সত্যি, যে মেয়ের past নেই তাকে আমার একটুও ভালো লাগেনা।'

মণীষা খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠলো আর বল্‌লে, 'উদার পুরুষ জাতি!' একটু থেমে আবার বল্‌লে, 'তোমার কথা শুনে আধুনিক অনেক মেয়েরই খুসী হবার কারণ আছে, কেননা তাদের past আছে।'

'আধুনিক যোগ করে' তুমি নিশ্চয়ই নিজেকে বাদ দিতে চাও নি' ?—অরুণ মণীষার দিকে চেয়ে প্রশ্ন কর্‌লো,—মণীষা তাকাতে পার্‌লেনা, দুর্ব্বলভাবে চোখটা নামিয়ে নিলে; আর একটা দ্রুত নিঃশ্বাস পতনের শব্দ শোনা গেল।

মণীষার চুলের ওপর কপালের কাছে আঙ্গুল দিয়ে নরমভাবে স্পর্শ করে অরুণ বললে, 'রাগ করলে ?'

মণীষা কোন উত্তর কর্‌লেনা। একটু থেমে অরুণ

আবার বললে 'একটা কথার উত্তর দেবে মণীষাদি' ?—ছেলেবেলায় তোমায় বড় বলে জান্‌তাম,—বড় হ'য়ে কিছু বুঝতে পারছিনা।'

'অরুণ! সত্যি আমার কষ্ট হচ্ছে, তুমি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছো না'—বলে' মণীষা সত্যিই তার মাথাটা অরুণের বুকের ওপর রাখলো—অরুণ আবার শুন্‌তে পেল দ্রুত নিঃশ্বাস পতনের শব্দ।

'রাত কত মণীষাদি ?'—এর আগে ওদের খাওয়া শেষ হ'য়েছে—খাওয়ার অনেক পরে ওরা আবার কথা বলতে আরম্ভ করেছে। মণীষা বললে, অন্যদিকে চোখ রেখে, ওর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠেছে—মণীষা বললে 'জানিনা।'

'এইবার যাই—কি বলো ?' অরুণ মণীষার কাছে সরে' এলো আর ওর একটা হাত ধরে' টেনে তুললে ;—মণীষা সিঁড়ি পর্য্যন্ত এসে ওর কাঁধে হাত রেখে বললে 'কাল কখন আসবে ?'

'কি করে' বলি ?'—মণীষা আর কিছু বললোনা, ওর হাতটা শিথিল হয়ে নেমে এলো—অরুণ মণীষার মুখের ওপর থেকে রুক্ষ চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিল,

খাণিকক্ষণ হাতটা ধরে' নাড়াচাড়া করে' দেরী করতে লাগলো, তারপর সোজা রাস্তায় নেমে পড়লো। অরুণ বেশ বুঝতে পারছিল, আর বেশীক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে ওর কিছুতেই আস্‌তে ইচ্ছে হ'তোনা, তাই ও অত দ্রুতগতিতে নীচে নেমে এলো আর আসবার আগে ও একবারও ফিরে তাকালেনা।

আবার আর এক সন্ধ্যা। মণীষা আর অরুণ ম্যাটিনীতে বায়স্কোপ দেখে ফিরছে।—

মণীষা বললে, 'Sodafountain।'

অরুণ বললে—'আউট্‌রাম ঘাট'।—

ওরা কিছু ঠিক করতে পারছেনা। অরুণ ছুটো আঙুল মণীষার চোখের সামনে রেখে বললে, 'ধরো একটা।'—মণীষা হাসতে হাসতে অরুণের একটা আঙুল ধরলো। অরুণ চোখ বুজে বললে, 'চলো Outram-ghat.'

কিন্তু তার আগে ওরা মার্কেটে এলো আর কিনলে একরাশ রজনীগন্ধা। মণীষা বললে 'বাজে খরচ।'

অরুণ বললে, 'কাজে লাগবে'। অরুণ বলে যেতে লাগলো 'কতদিন পরে মণীষাদি?' অরুণের স্তিমিত

দৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে কৌতূহলী হ'য়ে মণীষা প্রশ্ন করলে,—'কি?'

'আবার রজনীগন্ধাকে ফিরে পেলাম; আর রজনী-গন্ধার রাত্রি নেমে এলো আমার চোখে।' ক্লান্তিতে অরুণ অবসন্ন দুর্ব্বল চোখে তাকাতে লাগলো। রজনীগন্ধার স্বপ্ন আর অসংখ্য নির্জ্জন রাত—দুর্ব্বল অরুণ প্রেত-হাতের ছায়া দেখে ভয় পেল আর ডাক্‌লে, 'মণীষাদি!'

মণীষা ওর দিকে তাকিয়ে বললে, 'চলো'। চোর-কাঁটায় যে মণীষার শাড়ী ছেয়ে যাবে এটা ও আগে বুঝতে পারে নি—বিরক্তভাবে এক যায়গায় ব'সে পরিষ্কার করতে করতে বললে, 'সেই জন্যই বলে, চোর-কাঁটা কিছুতেই ছাড়ে না!'

'কাকে গাল দিচ্ছ?'

'তোমাকে'—মণীষার চোখে দুষ্টু হাসি।

'কী ভালো যে তোমায় লাগছে'—কণ্ঠস্বরে এমন একটি কমনীয় ভাব ফুটে উঠলো আর হাত দুটো অরুণ এমন নরমভাবে স্পর্শ করলে, মণীষা রীতিমত ভয় পেল। অরুণকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে,—'অরুণ লক্ষ্মীটি—এই—দেখতে পাবে যে—'

সাপ আর মেয়ে

অরুণ বল্‌লে, 'ঘুম পাচ্ছে'—

মণীষা বললে, 'তার আগে আমার Ice-cream-এর দরকার, ওঠো লক্ষ্মীটি—'

অনেক স্বপ্ন দেখে,—অনেক আকাশ ছুঁয়ে,—অনেক রাত করে অরুণ যখন মেসে ফিরলো, তখন স্থূলতম জিনিষটি ; মানে তার Purse প্রায় নিঃশেষিত। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলেই হয়ত ভাববিলাসীরা সূক্ষ্মজগতের বিচার অনুসারে ওর স্থূল আখ্যা দিয়ে থাকেন ; যেমন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজকে সভ্য-সমাজের টেবিলে ব'সে, বর্ব্বরতা ব'লে গাল দিয়ে থাকি ; অথচ যা না ক'রে আমরা একটুও তৃপ্তি পাইনা ;—মনোজগতে হ'য়ে থাকি মন-মরা, অথচ আমাদের গর্ব্ব কিছুতেই যায় না। প্রেমের ব্যাপারে পুরুষরা একটু বেহিসাবী ; অন্ততঃ এটা মনে ক'রে অনেক ছেলে আরাম পায়।—মেসের বিছানায় শুয়ে আরাম ক'রে পা ছড়িয়ে pipe টান্‌তে টান্‌তে অরুণ ভাবলে, জীবনকে খরচ করা মানে, জীবনকে পাওয়া। কোন কিছু না ভেবে, কোন দিকে না তাকিয়ে একমাত্র আনন্দের জন্যে ; মানে জীবনের জন্যে—আনন্দ মানেই জীবন—পুরুষরা সব কিছু দিতে

পারে ;—মেয়েরা পারে না। অরুণ একথা ভেবে আরাম পেল—ন'ড়ে একবার পাশ ফিরলো, আর pipeটা কোনরকমে হাত বাড়িয়ে টেবিলের কোণে রাখলো—'উদার পুরুষ জাতি' ; আবার মণীষার কথাটা মনে পড়লো। কতখানি শ্লেষ, কত খানি অবজ্ঞা আর বিকৃত মন নিয়ে ও ব'লেছে ওকথা !

কথাটা দিয়ে মণীষা অরুণকে আঘাত করতে চাইলেও সে যে শুধু মেয়ে এবং অতি সাধারণ মেয়ে ;—সেই মুহূর্ত্তে এই কথাটাই ত বেশী ক'রে প্রমাণ করেছে। তাই ত অরুণের দুঃখ হলো, যখন ওর স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব গেল জড়িয়ে,—আর রাত্রির নীরবতায় কতগুলো কথার টুক্‌রো এলোমেলোভাবে মাথার ভিতর ঘুরতে লাগলো।

সকালে চোখ মেলে অরুণ দেয়ালের calenderএর লাল কালি চিহ্নিত দিনটির দিকে তাকিয়ে আরামের নিঃশ্বাস টান্‌লে, আর ওর চোখ ভ'রে এল ঘুমে। অনেক পরে ও যখন উঠলো তখন ওর মুখে চোখে প্রসন্ন তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছে।

···যাক্, মণীষার সঙ্গে কাট্‌বে আর একটা দিন।'

সাপ আর মেয়ে

মণীষার কাছে যখন অরুণ এলো তখন আকাশের জানালায় উড়ছে কালো পর্দ্দার সাঙ্কেতিক চিহ্ন ;—তার মানে একটু পরেই নামবে বর্ষা, মেঘ দেখে অরুণের এই কথা মনে হ'লো। দরজা বন্ধ দেখে অরুণ ফিরে যাবে ভাবছিল ; একটু পরে দরজা খুলে গেল। আর ও সামনে দেখলে কমলমণিকে। অরুণ হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ করে চোখ বুজলে···। অনেক পরে চোখ খুলে দেখলে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মণীষা। উচ্ছ্বসিতভাবে অরুণ কি বলতে যাচ্ছিল ;—মণীষা ওকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলে, আর বললে, 'তুমি এইঘরে একটু ব'সো ;—ওঘরে বউদির মেজদা এসেছেন।'

অরুণ দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে বললে, 'বলো কি ? এসময়ে—এ রকম ত কথা ছিল না'। মণীষা কাছে সরে এসে বললে, 'বাঃ আমি কি জানতাম নাকি ?'—একটু পরে আবার মাথাটা প্রায় অরুণের বুকের কাছে সরিয়ে এনে,—'না সত্যি ভালো লাগে না একটুও ;—তুপুরে একলা থাকি ;—এরকম যদি প্রায়ই আসেন— !'

'কেন ?—ভয় ?' অরুণ সকৌতুকে তাকাল।

'যাও',—মণীষা আর কিছু বলতে পারলে না। অরুণ এগোতে যাচ্ছিল, মণীষা তার হাত ধ'রে বললে, 'কী দুষ্টু, পালাবে নাকি তুমি ?—এইখানে একটু চুপ ক'রে বসো লক্ষ্মীটি— !'

'চুপ ক'রে আমি বসতে পারি না।'

'তবে ঘুমোও।'

'ঘুমুলে স্বপ্ন দেখি'—

'বেশ ত, দেখো না—কার স্বপ্ন, শুনতে পাই না ?' মণীষার মুখটা একটু মলিন দেখাল।

'তোমার',—মণীষাকে কাছে টেনে অরুণ বললে।

অরুণের ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে মণীষা বললে, 'এই শুনতে পাবে যে—'

অরুণ মণীষাকে আরও কাছে টেনে নিলে। মণীষা বললে, 'এই ছাড়ো ;—ও চ'লে যাক্ আগে ;—এই দরজাটা খোলা,—কী বোকা তুমি !'

মণীষা অরুণকে ধাক্কা দিয়ে সরে গেল। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললে, 'ব'সো তুমি,—আমি আসছি শীগ্‌গীর'।—মণীষা চলে গেল।

চোখ বুজে অরুণ দেখতে লাগলো মণীষার স্বপ্ন।

মণীষা এত কাছে—কিন্তু স্বপ্নের মণীষা ওকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখে ;—অরুণ বেশ বুঝতে পারলো মণীষা তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ও কিছু বললে না ;—মণীষা তাকে টেনে না তুললে ও কিছুতেই উঠবেনা,—বউদির মেজদা কি এখনও যায় নি নাকি?—বিরক্তিতে অরুণের মুখটা লাল হ'য়ে উঠলো—দরজার ফাঁক দিয়ে একবার তাকাল—ওর কানে এল, ওরা যা বলছে। উৎসুক হ'য়ে অরুণ তা শুন্‌তে চেষ্টা করলে।

'না ঘুমিয়েছে', মণীষা বললে।

'ও কে? কোনদিন ত দেখি নি ওকে',—বউদির মেজদা।

'এম্‌নি আসে,—খুব বাধ্য আমার।'

'তাই নাকি?'

'বেশ ছেলেটি!—নয়?'

'কি করে জান্‌বো?—প্রেমে পড়েনি ত'?'

'কার?'

'তোমার?'

'দূর, কী যে বলো! ওর সঙ্গে প্রেম? কী যে বলো তুমি!—ওকি! উঠলে যে?'

'হ্যাঁ যাই।—'

'কালকে আস্‌ছো ত' ?—না, সত্যি—না এলে এমন রাগ ক'রবো ;—তুমি যদি পছন্দ না করো, ওকে আসতে বারণ ক'রে দেবো।'

'আহা বেচারা !—বারণ করবে কেন ?'

'যা বলেছ—সত্যিই বেচারা !—'

অরুণ আর শুন্‌তে পারে না। ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছিল। টল্‌তে টল্‌তে ও কোন রকমে উঠে দাঁড়াল। টিপয়ের ওপর ধাক্কা লেগে ফুলদানিটা মাটিতে প'ড়ে গেল ;—অরুণ কোন রকমে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বউদির মেজদা তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে ;—মণীষা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে হাসি মুখে তেমনি মিষ্টি ক'রে বললে, 'এই এসো কিন্তু' ;—হঠাৎ অরুণকে সাম্‌নে দেখে অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল ; কিন্তু তখনই সেটা সামলে নিয়ে অরুণকে একরকম ধাক্কা দিয়েই বললে, 'কী দুষ্টু ! পালাচ্ছ কোথায় ?'

'যেখানে খুসী', অরুণ গম্ভীর গলায় বললে।

'রাগ করেছ ?'

'না'।

'তবে চলে যাচ্ছো কেন ?'

'যাওয়া দরকার বলে।'—

'রাগ করেছ, নয় ?' মণীষা এসে হাত ধরলে—'সত্যি, আমার এমন বিশ্রী লাগছিল—আর লোকটা এমন বাজে বক্‌তে পারে !' অরুণ একটু হাসলে তারপর চল্‌তে স্বুরু করলে। মণীষা বললে, 'এই, কাল আসছো ত ?' 'না', অরুণের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'কেন ?'—মণীষা ছুটে এসে ওকথা বললে।

'আসা উচিত নয় বলে।' তুমি ত জানো পৃথিবীতে ছুটো জিনিষ আমি সবচেয়ে ভয় করে চলি ;—সাপের ভয় অবিশ্যি কলকাতায় নেই, কিন্তু ;'—অরুণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মণীষার দিকে তাকালে—মণীষা সহ্য করতে পারলেনা সে দৃষ্টি। ওর চোখ নুয়ে পড়লো। অরুণ বললে, 'মণীষাদি !—নমস্কার'—ওর কণ্ঠস্বর কিরকম বিকৃত শোনালো আর চোখ ছুটো দেখালো বীভৎস। মণীষা তাকাতে পারলো না সেদিকে—সিঁড়ির হাতলের ওপর ভর দিয়ে কোনরকমে মাথা নীচু ক'রে রইলো।

সেই অরুণ আর সেই মণীষা—ওরা আবার কতদূরে চলে গেল।

প্রণতির অপমৃত্যু

বিবাহিত জীবনের প্রথম অধ্যায়টা নিয়ে সুব্রত ভারি বিব্রত হ'য়ে পড়েছিল ;—তার স্ত্রীর সূক্ষ্ম রসানুভূতির সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে সে আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারতো না,—পাউণ্ড শিলিং পেন্সের মানুষ,—খবরের কাগজের 'বাজার দর' ছাড়া জ্ঞাতব্য যে আরও কিছু থাক্‌তে পারে এ তার জানা ছিল না ;—সম্প্রতি একটা চিনির কারখানায় হেড এ্যাসিষ্টেণ্টের কাজ করছিল। জার্ম্মানি থেকে রাশীকৃত আধুনিক বই আনিয়ে সে রাত জেগে জেগে মৌলিক গবেষণা করতো। মৌলিক,—কেন না নিজের সম্বন্ধে এরকম উচ্চ ধারণা পোষণ করে, সে অদ্ভুত রকম আরাম পেত,—তার ভবিষ্যৎ কল্পনা, আকাশকে অতিক্রম ক'রে যেত ;—ব্যবসাদার হিসেবে সে যে, স্যার আর্, এন-এর খ্যাতি অনায়াসে মেঘাবৃত ক'রে দিতে পারবে, এই সুদূর সম্ভাবনায় সে বিভোর। চোখ বুজে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে, ব'সে এই চিন্তা করতে সে আরাম পেত ;—আর সেই স্ফীত ভবিষ্যতের হাল্‌কা হাওয়ায় সে উড়ে বেড়াত।

এ হেন সুব্রতর বিয়ে হলো—এক ভাববিলাসী সৌখীন মেয়ের সঙ্গে ;—শুভদৃষ্টির সময় তার স্থূলতম

চেহারা দেখে প্রণতি হেসে উঠেছিল, আর মনে মনে বলেছিল, 'All life is a wandering to find a new home, but if it be this—'প্রণতি তার কথাটাকে শেষ করে নি, কলকোলাহলের মধ্যে তার চিন্তাধারা কি রকম বিত্রস্ত হ'য়ে এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছিল ;—সে মধ্যযুগের নাইটদের স্বপ্ন দেখতো—কিন্তু সুব্রত অকস্মাৎ নির্ম্মমভাবে তার কুমারী জীবনের গতিরোধ ক'রে দিলে ;—প্রণতির চারপাশের অক্সিজেন অপ্রচুর মনে হচ্ছিল, ও যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

ফুলশয্যার রাত্রে সুব্রত স্বরটাকে অস্বাভাবিক কোমল ক'রে, একটু আদর করতে গিয়েছিল, গুন্ গুন্ ক'রে, একটু গানও গেয়েছিল বোধ হয়,—'মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী' ;—ওরকম দুষ্কর্ম্মও ওই দিন ছাড়া আর কোনদিন করে নি।

প্রণতি হাসি চাপবে কী !—তার পা ছড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল ;—তবু সে চাপা গলায় বেশ শান্ত ভাবেই বলেছিল, 'Don't be so silly—জানো মোটা লোককে বিনিয়ে বিনিয়ে কবিত্ব করতে দেখলে আমার কান্না পায়, আশা করি ভবিষ্যতে আমায় আর পীড়ন করবে না—'

—'তার মানে ?'

'তুমি যত ইচ্ছে humour করো শুনবো,—কেন না তোমার চেহারাটা ওদিক দিয়ে খুব সুবিধে করেছে, কিন্তু দয়া করে—' সুব্রত চাবুক খেয়ে আর কথা কইলে না। প্রণতি তার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে গেল; একটু পরে আবার বললে, 'তোমাকে শ্রদ্ধা করবার আশা রাখি,—সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত কোরো না—সুব্রত please !'

অনায়াস অবসরের বিলাস, সুপ্রচুর আনন্দের আতিশয্য ; ওদের জীবনে সবই সম্ভব হ'তে পারতো,—তবু একটা প্রাচীর উঠেছিল ; সুব্রত তার ওদিকে যেতে সাহস করতো না। আর প্রণতির উচ্ছ্বাসের অজস্রতায় সে প্রাচীরের ভিত্তি কোনদিনই শিথিল হয় নি ;—ওরা পরস্পরের আড়ালে নিজের জগতে বিচরণ করত',—প্রণতি ছবি আঁকতো, পার্টিতে যেতো,—ঘুম না আসা পর্য্যন্ত পিয়ানো বাজিয়ে সুব্রতকে অস্থির ক'রে তুল্‌তো—

কিন্তু সুব্রত প্রতিবাদ করে নি ;—এ বিষয়ে তার উদারতা অসীম ;—সে প্রণতির সঙ্গে বিশেষভাবে ভদ্র ব্যবহার করতো।

কুমারজ্যোতি,—যার সঙ্গে প্রণতি এক কলেজে

পড়েছে, যার ছাপ প্রণতির ছাত্রজীবনে একেবারে ছিল না তা নয়,—সেই কুমারজ্যোতি হঠাৎ সুব্রতর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠলো ;—কেন না তারা এক ফার্ম্মে কাজ শিখতো এবং কুমারজ্যোতি পাতলা ছিপছিপে ব'লে মনে মনে হিংসে করলেও এরই মধ্যে তাকে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল।—

এ উদারতা তার আছে আর সেইজন্যেই প্রণতির এতদিন একসঙ্গে বাস করা সম্ভব হয়েছে। সেই সূত্র ধ'রেই কুমারজ্যোতি আসা যাওয়া সুরু করলে।—প্রণতির সঙ্গে পূর্ব্ব-পরিচয়ের ইতিহাসটা ও ইচ্ছে করেই চাপা দিয়েছিল,—প্রথমটায় ঠাট্টার সম্বন্ধ,—'ঠাকুর পো',—কিছুদিন বাদেই প্রণতির সেটা অসহ্য বোধ হ'লো,—'You are an idiot তুমি ওরকম যা তা ব'লে আর ডেকো না বল্‌ছি।'

সুব্রত ওঘরে ব'সে, Madras, Java, Lahore-এর statistics মেলাচ্ছিল। কুমারজ্যোতি উচ্ছ্বসিত গদগদ ভাবে বল্‌লে, 'Hallo Mr. !—তোমার সঙ্গে দ্বৈত সূত্রে আবদ্ধ হ'লাম—তোমার মানে ইয়ে—Mrs. Sircar আমার সঙ্গে পড়তেন যে, Scottish-এ থাকতে—'

—'তাই নাকি প্রণতি?—কিন্তু তুমি ত বলোনি আমায়!'

চাপা গলায়; ললাটের খানিকটা ক্ষেত্রকে কুঞ্চিত ক'রে, প্রণতি বল্‌লে, 'আমি কি বুঝতে পেরেছিলাম ছাই' আজ কথায়-কথায় বেরিয়ে পড়লো,—সুব্রত যে আমাদের সাহিত্য সভার সম্পাদক ছিল।'

কথাটা হয়ত সত্যি, কিন্তু দু'জনে এই নতুন পরিচয়-পত্রে এমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো যে, সুব্রত'র এসব মোটেই ভাল লাগছিল না; তবুও ভুরু কুঁচ্‌কে, জোর ক'রে একটু হাসির ভান ক'রে বল্‌লে, 'I congratulate you both'. তারপর প্রণতির দিকে ফিরে বলল', 'I hope, you have got a friend now.'—কুমারজ্যোতির নির্ব্বোধ দৃষ্টিকে অনুসরণ করে', তার কব্জিটা জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ও বল্‌লে, 'Oh my boy, you are so sweet and saucy.'

—কুমারজ্যোতি অনির্দ্দিষ্ট, অনিয়মিতভাবে যখন তখন, যেখান সেখান থেকে আবির্ভূত হ'তো,—সুব্রত'র উপস্থিতিকে উপেক্ষা করেই হয়ত বল্‌তো', 'Terribly

hot, এখনও এই গরমে, বদ্ধ হাওয়ায়—প'চে যাবে যে !—Let us have a stroll ! Won't you ?'

প্রণতি প্রশ্নময় দৃষ্টিতে সুব্রত'র দিকে ফিরে চাইতেই সে বলে' উঠতো, 'কিন্তু আমার ত' যাওয়া হবেনা প্রণতি, ওদের billগুলো—'

'ক্ষমা করো, তুমি যাবেনা যে আমি জানতাম।'

কৃত্রিম অভিমানের ভান করে' প্রণতি তার স্কন্ধ দেশের এক বিশেষ ভঙ্গী করতো,—যা একঘেয়ে এবং মামুলী। 'কিন্তু তুমি যাওনা'—প্রণতি শুধু এইটুকুর অপেক্ষায় ছিল।

তারপরে তারা দু'জনে বেড়িয়ে বেড়াত,—উন্মুক্ত উদার প্রশস্ত প্রান্তরে, মুক্ত বিহঙ্গের মত।—বাধা নেই, বিপত্তি নেই, প্রণতি এই সুস্থ স্বাধীনতাকে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে উপভোগ করতো।

কুমারজ্যাতি তার নরম আঙুল দিয়ে ওর শরীরের এক অংশ অনুভব ক'রে বল্‌তো,—

নরম ওই কালো চুল বুকেতে লেগে
তোমার মুখের মদে মাতাল হবো,
তারকারা সারারাত রহিবে জেগে,
তখন তোমার কানে সেকথা কবো'

কুমারজ্যোতি অনায়াসে এরকম অজস্র কবিতা রচনা করতে পারতো যা, যে কোন প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রে প্রকাশিত হ'লে, ওর খ্যাতি দিগন্ত বিস্তারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়তো ; অন্ততঃ ওর তাই বিশ্বাস—কিন্তু ও তা করে নি। এ বিষয়ে তার আলস্য এবং আভিজাত্য দুইই তার কর্ম্মভূমিকে সংক্ষিপ্ত ক'রে রেখেছিল।

ওর ভেতরে প্রচুর মাদকতা ছিল, যা জীবনকে অপরিমিত ভাবে ব্যয় করার সুযোগ দেয়। তা ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে নরমভাবে মিশে, সহজ সাবলীলতা এনে দেবার সূক্ষ্মতত্ত্বটুকু ওর আয়ত্তাধীন ছিল।—আর সেই জন্যেই প্রণতির এত ভাল লাগতো,—ও হয়ত Keats, Browning ভাল ক'রে পড়েনি কিন্তু যখন তখন এমন দু'একটা অংশ আবৃত্তি করতে পারতো, যা প্রণতির গভীর তলদেশকে নিবিড়ভাবে আলোড়িত ক'রে যেত।

ওকে কেন্দ্র ক'রে, প্রণতি তার ভাবজগতের একটা সুস্থির পরিণতির দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছিল। ওর ইন্দ্রিয়াতীত জগতের aesthetic needsগুলো, স্থূলতম বিচারে যা অপ্রয়োজনীয়,—কুমারজ্যোতি এমন

অপ্রতিবাদে স্বীকার করতে পারতো যে, প্রণতির ওকে আদর করা ছাড়া উপায় ছিল না।

হাল্কা স্নিগ্ধ হাওয়ায় অনেক রাত পর্য্যন্ত প্রণতির চুলের গন্ধে বিভোর হ'য়ে হয়ত ও বল্‌তো, 'নতুন ননীর মত তনু তব আমি তাই ভালবাসি' ;—আর প্রণতি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠতো, ওদের জগতে সুব্রত বেঁচে নেই—অন্ততঃ ওরা তাই মনে কর্‌তো—বেশী রাত্তির হলে সুব্রতকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখে পরস্পর বিশ্রাম নেবার জন্য বিদায় নিত।

শুধু একটা দিনের বিচ্ছেদ—প্রণতির তাও ভাল লাগতো না। মনে হতো, সব সময় কুমার জ্যোতি কাছে থাকুক, ওর সুস্থ সাথীত্বের সঞ্জীবনী দিয়ে প্রণতিকে বাঁচিয়ে রাখুক—গভীরভাবে বাঁচিয়ে রাখুক—অপরিমিতভাবে বাঁচিয়ে রাখুক। কোনদিন ঘরের মত্ত বাতাসকে উন্মনা ক'রে দিয়ে রাত জেগে জেগে ওরা সাহিত্য চর্চ্চা করতো,—প্রণতি হয়ত বলতো ; Flaubert,—Madam Bovary' লিখে আধুনিক সাহিত্য বিস্তারের বিশাল ক্ষেত্র উপস্থিত করেছেন। সত্যি নয় কুমারজ্যোতি ?'

কুমারজ্যোতি বোকার মত সায় দিয়ে যেত, এসব বিষয়ে তার স্বতন্ত্র মতবাদ ছিল না। সে বিচার ক'রতে পারতো না, যতটা সে বিশ্লেষণ ক'রতে পারতো।—

'Representative Novel' হিসেবে ওর দাম খুব বেশী। অষ্টাদশ শতাব্দির লেখক হ'য়ে ওর দৃষ্টি বিংশশতাব্দিকে ছাপিয়ে যেত—He was a great artist.—যুগ প্রবর্ত্তক,'—প্রণতি আরও কি ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে কুমারজ্যোতি থামিয়ে দিলে—একটু পরে ব'ল্‌লে, 'কিন্তু এ বিষয়ে সুব্রতর মত কি ?'

সুব্রত তখন বিনা আড়ম্বরে তার অটুট স্বাস্থ্যকে বিজ্ঞাপিত ক'রে প্রবলভাবে নাসিকা ধ্বনি সুরু ক'রে দিয়েছিল,—প্রণতি, সেই দিকে কৃপাদৃষ্টি প্রসারণ ক'রে একটু ঠোঁট কুঁচ্‌কে ব'ল্‌লে, 'Ah that fat lump ! I pity him ; সত্যি ও বেশ আছে, ওর কাছে এসব Greek মনে হবে—'

'তুমি আবার ওর মত চাইছ নাকি ? Cropper এর accountancy বই ওর মুখস্থ কিন্তু তাই ব'লে—'

দু'জনেই একসঙ্গে এমন বিকট শব্দে হেসে উঠ্‌লো যে, সুব্রত পাশ ফিরে শু'তে বাধ্য হলো এবং ধরা গলায়

জড়িয়ে জড়িয়ে ব'ল্‌লে, 'Dont talk such nonsense ; সত্যি প্রণতি একটু ঘুমুতে দাও।'

প্রণতি প্রতিবাদ ক'রে কি ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, গতিক বুঝে কুমারজ্যোতি তার আগেই স'রে প'ড়েছে।

সেদিন কি একটা ছুটির দিনে সুব্রত মৎস্য-শীকারের আয়োজনে অতিরিক্ত ব্যস্ত ছিল ;—ছোটবেলা থেকে তার এদিকে আগ্রহে এবং অধ্যবসায়ে অনেকখানি সময় অপব্যয়িত হ'তো, আর সূর্য্যের প্রখর তাপে উত্তাপিত হ'য়ে তার পৃষ্ঠদেশের বিস্তারিত ভূমি কৃষ্ণকলঙ্কের মত এমন তীক্ষ্ণ ভাবে চিহ্নিত হ'য়েছিল, যা আজ পর্য্যন্ত মেলায় নি।

কিন্তু সুব্রত অলস অবসরকে এই রকম ভাবে যাপন ক'রতে ভালবাস্‌তো,—এ বিষয়ে তার নিষ্ঠা অসাধারণ, কোন ত্রুটিবিচ্যুতি হবার উপায় নেই ; চেয়ার, ব্যাকরেষ্ট, ম্যাগাজিন এমন কি টিফিন ক্যারিয়রটি পর্য্যন্ত বাদ যেত না।

প্রণতি চমৎকার স্যাণ্ডউইচ তৈরী ক'র্‌তে পার্‌তো। অনেক পরিশ্রম ক'রে ও এই জিনিষটি শিখেছিল,—কিন্তু সুব্রতকে খাইয়ে ওর আরাম হ'তো না। ও এমন

লোভী, খাবার সময় সূক্ষ্ম-বিচার করার মত মনোবৃত্তি ওর নেই ;—দারুণ গোগ্রাসে ভাত-ডালের মতই সব জিনিষ ও গলাধঃকরণ করতো, তাতে প্রকারভেদ বা শ্রেণী-বিভাগ ছিল না। প্রণতির পরিশ্রমকে প্রশংসা করার মত সময় হ'তো না এবং সেই জন্যে প্রণতি অপমানিত মনে করতো, কিন্তু মৎস্য-শীকারের দিনে সুব্রত আব্দার ক'রে ক'টা স্যাণ্ডউইচ চেয়ে নিত।

সুব্রত বেরিয়ে যাবার পরক্ষণেই কুমারজ্যোতি এসে হাজির। তার মানে এ নয় যে, ওরা পরস্পরে এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, কেননা তার প্রয়োজন হতো না। আর কুমারজ্যোতি এরকম সময়-অসময়ে এসেই উপস্থিত হতো।

আকাশ ভারী মেঘের বোঝায় আর অন্ধকারে অভিভূত হ'য়ে পড়েছে ;—প্রকৃতি এমন নির্ম্মমভাবে স্থির ও স্থবির মূর্ত্তি ধারণ করেছিল যে মনে হয় শীগ্‌গীরই প্রকাণ্ড তাণ্ডবে পৃথিবীর বুক কর্কশভাবে নিষ্পেষণ করবে। আর হ'লোও তাই ;—প্রথমে দম্‌কা এলোমেলো হাওয়া—তারপরে দুরন্ত দুর্দ্দমনীয় ঝড় ;—

আঘাতে আঘাতে জানালার সার্সী কখানা ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে পড়েছিল।

বৃষ্টির ছাটে প্রণতির মুখের খানিকটা ভিজে গেল—ও তাড়াতাড়ি সব বন্ধ ক'রে দিল।—ওরা দুজনে পরস্পরের দূরত্বকে যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত ক'রে, 'মেঘদূত' পড়ছিল। প্রণতির হাতের সঙ্গে ওর হাত ঠেকে যাচ্ছিল,—প্রণতির হাতের খানিক ও মাঝে মাঝে নরমভাবে স্পর্শ করছিল,—প্রণতির কোলের কাছে টি'পয়ের ওপর এক প্লেট্ স্যাণ্ডউইচ। প্রণতির দুষ্ট হাসিতে ওর মুখখানা প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে। তারপর কুমারজ্যোতির একটা আঙুল নাড়াচাড়া করতে করতে বল্‌লে, 'এসো, এগুলোর সদ্ব্যবহার করি।'—কুমারজ্যোতি প্রস্তুত হয়ে অগ্রসর হতে যাচ্ছিল, প্রণতি তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লে, 'কিন্তু তুমি উঠতে পাবে না মোটেই;—ওখানে চুপ ক'রে শুয়ে থাকো।'

'ও, তুমি ডাক্‌লে না?'

'হ্যাঁ।'

'উঠবো না?'

'না।'

'বেশ যা হোক্'—কুমারজ্যোতি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। প্রণতি বেশ সহজভাবেই তার মাথার কাছে ব'সে খাইয়ে দিতে লাগলো।

বাইরে ঝড়ের মাতামাতি আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রণতির সহজ সাবলীলতাকে কুমারজ্যোতি অলস আয়াসে উপভোগ করছিল। হঠাৎ সুব্রতর উপস্থিতি ওদের অভিভূত ক'রে দিলে ;—ও যে কখন এসেছে, ওরা কেউ টের পায় নি।

সুব্রতর বর্ষাতি থেকে জল ঝ'রে ঝ'রে মেঝের কার্পেটের অনেকটা ভিজে গেলো ;—সুব্রত গম্ভীরতীক্ষ্ণ গলায় ডাক্‌লে, 'কুমারজ্যোতি !'

কুমারজ্যোতি তখন থতমত অবস্থায় চ'লে যাবার উপক্রম ক'রছে।

'আর কখনও এখানে আসবার চেষ্টা কোরো না,' কথাটা সুব্রত বেশ জোর দিয়েই বল্‌লে। ও হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। বাধা দিয়ে প্রণতি বল্‌লে, 'তার মানে ?'

'তার মানে, কুমারজ্যোতির এখানে আসার কোন প্রয়োজন মনে করিনা।'

'তুমি আমায় অপমান কর্‌ছো।'

'নিশ্চয়ই নয়! তুমি কবিতা ভালবাসো, সে না হয় মেনে নিয়ে ছিলাম। তুমি পিয়ানো বাজাও, সেও নেহাৎ মন্দ লাগ্‌তোনা—কিন্তু এসব কি?'

'তার মানে, তোমার উদারতা নেই সুব্রত! তুমি তোমার বন্ধুকে বিনা কারণে অনায়াসে অপমান করতে পারো। তুমি স্থূল, অতিশয় স্থূল! এমন নিম্ন স্তরের···' প্রণতি কথাটাকে তার সম্পূর্ণ করতে পার্‌লে না। তার সমস্ত শরীর তখন কাঁপছিল, সুব্রত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কুমারজ্যোতির দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত ক'রে খানিকটা হেসে বল্‌লে, 'সে আমি জানি, ব্যাপারটা অতিশয় কদর্য্য হ'য়ে উঠেছিল,'—

কুমারজ্যোতি আর দাঁড়াতে সাহস করলে না। তার গতির দিকে লক্ষ্য ক'রে তীব্র কণ্ঠে প্রণতি ব'লে— উঠলো, 'কোথায় যাবে তুমি?'

তারপর সুব্রতর দিকে কটাক্ষ ক'রে বল্‌লে, 'তুমি আমার সুন্দর সম্ভাবনাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছ। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলোকে তুমি অপচয় করেছ। তোমার ভিতরে সূক্ষ্ম অনুভূতি নেই—প্রাকৃতিক

প্রয়োজন তোমায় বর্ব্বর ক'রে তুলেছে। তুমি স্থূল, বীভৎস রকমের স্থূল। তোমার মত মাংসবহুল শরীর থেকে যা আশা করা যায় তুমি তাই—তুমি তাই,—আর কিছু নও, কিন্তু আমি মুক্তি চাই—নিজেকে আবিষ্কার করতে চাই,—তোমার সঙ্গ আমার পক্ষে অসহ্য—মর্ম্মান্তিক!' রাগে দুঃখে প্রণতির চোখ দুটো ছল্ ছল্ ক'রে উঠেছিল,—কুমারজ্যোতির দিকে অসহায় দৃষ্টি মেলে ও বল্‌লে, 'তুমি আমায় বাঁচাও, কুমারজ্যোতি। আমায় এ boredom থেকে রক্ষা করো।'

ঘরের আবহাওয়াটা বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে। মনে হয় এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাধির জীবাণু ছড়ানো। ওরা কেউ ভাল ক'রে নিশ্বাস নিতে পারছিল না। সুব্রত বোকার মত ভিজে নেক্‌টাইটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে খেলা করছে, ওর ভাষা বোবা! ও যেন চেষ্টা করলেও চীৎকার করতে পারবে না,—ওর তাই মনে হ'লো। কুমারজ্যোতি তার দিকে মমতাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে একবার তাকালো,—তারপর শ্রান্তভাবে প্রণতিকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে, 'তোমার অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতায় আমি আরও

বেশী দুঃখ পাচ্ছি। আজ এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে যা উচ্চারণ করলে, তার সুযোগ যদি আমি ব্যবহার করি, হয়ত তা পরবর্ত্তী জীবনে শোচনীয় অভিশাপ এনে দেবে। তার উষ্ণ আবেষ্টনে আমাদের প্রেম শুকিয়ে যাবে, ম'রে যাবে,—তোমার প্রেমের সেই অসহনীয় অপমৃত্যু; তুমি কি তাই চাও প্রণতি? তার চেয়ে এই সুন্দর স্বপ্নের মাঝখানে আমায় বিদায় দাও। যখন তুমি আমায় ভালবেসেছে, সেই সুন্দর পবিত্র মুহূর্ত্তটি, যা আমার জীবনে অক্ষয় হ'য়ে থাকবে; সেই পরম ক্ষণটিকে আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে চ'লে যেতে চাই,—তুমি সুখী হও প্রণতি।'

কুমারজ্যোতি বেশ দ্রুত ভাবেই অন্তর্ধান করলে। —ওর শিরায় শিরায় তখন আগুনের হল্‌কা,—নিজেকে সুস্থভাবে ফিরে পাবার জন্যও বাইরের বাতাসে এলো। সিঁড়ি দিয়ে ওর চ'লে যাবার শব্দ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। প্রণতি প্রাণপণে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল, হঠাৎ ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'He is a great rogue আমি ওকে ঘৃনা করি। সমস্ত অন্তঃকরন দিয়ে ঘৃনা করি। আর

বেশীক্ষন ও এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ওকে চাবুক মারতাম।'

সুব্রত সশব্দে বিশ্রীভাবে হেসে উঠলো। আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে ও অনেকটা সহজ হলো। প্রণতি কি রকম দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছিল,—ওর সমস্ত অণু-পরমাণু যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। এতটা উত্তেজনার পরে একটা পঙ্গু অবশ প্রাণহীন শিথিলতা ওকে আক্রমণ করেছিল। কতক্ষণ এরকম অবস্থায় ছিল, ওর জানা নেই। সুব্রত কাছে আসতেই ও ব্যাকুলভাবে ব'লে উঠলো, 'তুমি আমায়, ক্ষমা করো'।

অনেক কষ্টে ও তাই বললে।

'Repentence is a sin! প্রণতি, সত্যি কি ছেলে-মানুষি করছো!'

'তুমি আমায় ভালবাস না?'

'না।'

'আমার ওপর রাগ করেছ?'

'না।'

'আর কখনও তোমার অবাধ্য হবো না'।

প্রণতি সুব্রতর হাঁটুর ওপর মুখ রেখে অসহায়ভাবে কাঁদছিল।

সুব্রত টেবিলের ওপর থেকে একটা বই নিয়ে বললে, 'You will enjoy it'.

ব'লেই সে নরমভাবে আবৃত্তির মত ক'রে পড়ে যেতে লাগলো—

You will hardly know who
I am,
or what I mean,
But I shall be good, health to you
nevertheless.
And filter and fibre your blood
Missing me one place
search another
I stop somewhere waiting
for you.

'Walt Whitman পড়ো নি ?'

সুব্রত প্রণতির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলে।

'না'।

প্রণতি ভারি গলায় উত্তর দিলে।

'কেন?'

'ভাল লাগে না।'

'তুমি ত কবিতা ভালবাসতে?'

'ও আপদগুলোকে বিদায় ক'রে দাও,—ও আর আমি চাই না।'

প্রণতির স্বরটা তীক্ষ্ণ ছুরির মত ধারালো।

'আচ্ছা, সত্যি বলো, তুমি কি কোনদিন আমায় ভালবাসো নি?'

আবেগে প্রণতি সুব্রতর গলা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলো।

সুব্রতর মনে হলো, ভাববিলাসী প্রণতির অপমৃত্যু হয়েছে। ওর সূক্ষ্ম মনোবৃত্তিগুলো আস্তে আস্তে স'রে যাচ্ছে, খ'সে যাচ্ছে, ম'রে যাচ্ছে। ওকে ঘিরে আছে অভাবনীয় দারিদ্র্য। ওকে দেখে আশ্চর্য্য হবার, কৌতূহলী হবার কোন কারণ নেই, ও নেহাৎ শারীরিক অস্তিত্বের মধ্যে আবদ্ধ। সুব্রত ওর সান্নিধ্যে নিজেকে পীড়িত অনুভব করলে। তবু প্রণতির আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

'তোমায় ভালবাসি প্রণতি :—নিষ্ঠুরভাবে ভাল-বাসি, কৃপণের মত ভালবাসি।'

সুব্রতর কঠিন নিষ্পেষণে প্রণতি একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ ক'রে উঠলো।

মানবের আদিম দুঃখ

সাপ আর মেয়ে

'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়েই জাতির ইতিহাস গ'ড়ে ওঠে। মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তর্প্রকৃতির সপ্রকাশ ;—তার ক্রমোন্নতির বেদনাময় কাহিনী—এই নিয়েই ত সমাজ। আমরা সভ্যতা ব'লতে যা বুঝি,—অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য নব নব উপায় উদ্ভাবন, প্রকৃতিকে সুনিয়ন্ত্রণ এবং সমাজকে সুদর্শন সুস্থরূপ দেবার পরিকল্পনা ও চেষ্টা। মানুষের আদিম দুঃখকে ভিত্তি ক'রেই সভ্যতার সৃষ্টি হ'য়েছে এবং এই দুঃখকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, একে লালন করার জন্য আমরা নব নব পরিবেশের মধ্যে নব নব রূপ পরিগ্রহ ক'র্‌ছি,'—লাইন ক'টা বার কয়েক মনে মনে আবৃত্তি ক'রে পূর্ণেন্দু অস্ফুট কণ্ঠে ব'লে উঠলো, চমৎকার! আবার কলমটা দু' আঙুলের মধ্যে তুলে নিল, তারপর—তার পর এক ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণেন্দুর মাথায় একটা লাইনও এলো না। সে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, একটি প্রবন্ধ শেষ না ক'রে সে উঠবে না, না কোন মতেই না। তার ভিতরে যে সুপ্ত প্রতিভা আছে সে তাকে জাগিয়ে তুলবে,—তার চিন্তা, জগতের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে একটা আকার দেবে। অনেক ছোট গল্প সে লিখেছে,

কিন্তু এবার সে সারগর্ভ একটা কিছু দিতে চায়,—যা প'ড়ে বুদ্ধিজীবিরা আনন্দ পাবে,—হ্যাঁ আশাতীত আনন্দ ; পূর্ণেন্দু সলজ্জভাবে নিজের দিকে চেয়ে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রলে ;—কিন্তু তবু তার প্রেরণা এলো না।—সে নিজেকে যথোচিত শাস্তি দেবার চেষ্টা ক'রলে—চুল ধ'রে টানলে, ঠোঁট কামড়ালে, পরিশেষে কপালে করাঘাত ক'রে ব'সে প'ড়লো। চোখ বুজে স্বপ্ন দেখার চেষ্টা ক'রলে,—তার রচনাটি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হ'য়েছে—সহস্র সহস্র চোখের প্রশংস দৃষ্টি তার লেখাটির দিকে ঝুঁকে প'ড়েছে।

প্রাঞ্জল ভাষা, অকাট্য যুক্তি, মৌলিক চিন্তাধারা—মোটের ওপর 'চমৎকার !' পূর্ণেন্দু যেন শুনতে পেলো কানের কাছে কে যেন ব'লছে, 'কী স্মার্ট ষ্টাইল আপনার, কী চমৎকার প্রকাশভঙ্গী—Quite a new thing in a new way.' হ্যাঁ সেই মেয়েটিই ব'লছে,—তার লেখা প'ড়ে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। পূর্ণেন্দুর রক্তস্রোতে একটা দ্রুত স্পন্দন, একটা দুরন্ত গতিবেগ, হ্যাঁ এই প্রেরণাতেই সে লিখতে আরম্ভ ক'রবে।—পূর্ণেন্দু হঠাৎ চোখ খুলে একটা উত্তেজনার

মধ্যে লিখে যেতে লাগলো।—একটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত ঠেলা দিয়ে তাকে জাগিয়ে দিল,—পাঠিকার তালিকায় যখন তার অমিতা সেনের কথা মনে প'ড়লো ;—সে তার লেখা প'ড়বে—কৌতূহলী হ'য়ে হয়ত কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতে আসবে। রাত্রির মত রহস্যময় যার দৃষ্টি,—বাতাসের মত এলোমেলো যার চ'লে যাওয়া,—সেই অমিতা সেন—নামটা মনে মনে আবৃত্তি ক'রতেই পূর্ণেন্দু কেমন অস্থির হ'য়ে উঠ্লো—চেয়ারটা টেনে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল—বাইরে তখন প্রবল বেগে বৃষ্টি সুরু হ'য়েছে।

কি চমৎকার দিন ; কি চমৎকার এই বর্ষা ! সহস্র রন্ধ্র থেকে ধারা নির্গত হ'য়ে সমস্ত পৃথিবীটাকে ধুয়ে দিয়ে পূর্ণেন্দুর স্নায়ুগুলোতেও যেন সেই জলের ধারা লাগছে,—তার আত্মগ্লানি যেন ধুয়ে মুছে গেল এই বর্ষায়। সত্যি, পূর্ণেন্দু নিজেকে যথেষ্ট সতেজ এবং আশাতিরিক্ত সুস্থ মনে ক'রলে। এই বৃষ্টি তার মনে প্রফুল্লতা এনে দিল,—অনির্ব্বচনীয় শান্তি, অজস্র আনন্দ, অসহনীয় আরাম ; তার রচনাটার দিকে সে একবার তাকাল, এইবার সে প্রেরণা পেয়েছে—এইবার সে

লিখে যাবে। কালো কালো অক্ষরগুলো সহস্র পদাতিকের মত তার চোখের সামনে মার্চ্চ ক'রে যাচ্ছে —সে এইবার লিখবে, রুদ্ধশ্বাস গতিতে সে তার কলম চালাবে। সে লেখাটা একবার মনে-মনে প'ড়ে দেখলো, 'মানবের আদিম দুঃখ ও সভ্যতা।' হ্যাঁ বিষয়টা মৌলিক সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখের কথা সে এখন কেমন ক'রে লিখবে ?—তার মন এখন অনাবিল আনন্দে ভ'রে গেছে। মানুষের অপরিমিত দুঃখ ; কিন্তু সেই দুঃখকে এই মুহূর্ত্তে সে ভুলে গেল। বর্ষার রূপ ; বর্ষার গন্ধ ; সত্যি বর্ষা তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে এই পৃথিবীর দুঃখকে, যদিও দুঃখ নিয়েই সে লেখাটা আরম্ভ ক'রেছিল।—সে লেখাটা আরম্ভ ক'রেছিল,—তার অনুভূতিকে শাণিত ও একাগ্র ক'রে ; সে বিশ্লেষণ ক'রতে চেয়েছিল তার প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে কিন্তু এ মুহূর্ত্তে আর তা সম্ভব নয়। তার মনে আর দুঃখের খোরাক নেই ; এখন এই মুহূর্ত্তে সে দুঃখকে আমন্ত্রণ ক'রে আনতে পারে না।—বর্ষার সাবলীল ছন্দ, অবাধ তার গতি—আনন্দ-বেদনায় মধুর তার পতনলীলা ;—বিশ্বকবির শ্রেষ্ঠ রচনা তাই বর্ষার দিনে।

—কবিতা—হ্যাঁ আজকের দিনটি কবিতা লিখবার মত, কিন্তু কী সে লিখবে ? অনেকদিন আগে সে একবার অভ্যাস ক'রেছিল বটে ;—একটা লাইন সে হঠাৎ লিখে ফেললো। হ্যাঁ লাইনটা লিখবার আগেও সে জানতো না, সে কি লিখছে। পূর্ণেন্দু একটু উৎসাহিত হ'লো—হয়ত তার ভেতরে ছন্দ এসেছে, যার একটি সুন্দর রূপ তাকে অবলম্বন ক'রেই প্রকাশিত হবে কিন্তু ওরকম সহজে আর কোন লাইনই তার মনে এলো না —চেষ্টা ক'রে মিল খুঁজে সে কি কবিতা লিখবে নাকি ? না ওরকম পাপ সে ক'রতে পারে না—কিছুতেই না,—অথচ আজকের দিনটিতে কিছু না ক'রে সে মনে শান্তি পাচ্ছিল না, সময়ের সমুদ্রে সে তাকে হারাতে দেবে না —সে তাকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে ; মুহূর্তের মিছিলে অভাবনীয় অনির্ব্বচনীয় এই মুহূর্ত্তগুলি। পূর্ণেন্দু কিছু কর'তে না পেরে অস্থির হ'য়ে বেরিয়ে প'ড়লো ; আনন্দের উত্তেজনায় আর আতিশয্যে।

'Don't be so silly—কি দেখচো অত মন দিয়ে ?' —কথার সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধদেশে এক প্রবল ঝাঁকুনি অনুভব ক'রে পূর্ণেন্দু বোকার মত ফিরে তাকাল।

সাপ আর মেয়ে

'এই যে বাদল !—না ভাই এই ট্রামের জন্যে মানে—' আরও কি ব'লতে যাচ্ছিল—হঠাৎ পিছন দিকে দৃষ্টি পড়ায় তার কথা ফুরিয়ে গেল, কণ্ঠ শুকিয়ে গেল এবং মনে হ'লো পৃথিবীটা যেন আস্তে আস্তে স'রে যাচ্ছে,—সেই মুহূর্ত্তে সে কামনা ক'রলে,—মনে মনে ব'ললে, কেন সে এর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় নি ?—একটা বজ্রপাত কিম্বা আর কিছু ; কিন্তু পূর্ণেন্দু বরাবর লক্ষ্য ক'রেছে, বিধাতা সব ঘটনার অন্তরাল থেকে রসাস্বাদ গ্রহণ করেন ; যা ঘটা উচিত তা প্রায়ই ঘটে না—।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, একটি তরুণী প্রবল ধারা পাত সত্বেও বর্ষাতি জড়িয়ে কোনমতে শাড়ীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে দ্রুতপদে পথ অতিক্রম ক'রছিলেন ;—পারিপার্শ্বিক কৌতূহলী দৃষ্টি তার উপর ঝুঁকে প'ড়েছিল,—পূর্ণেন্দুও তাদের মধ্যে একজন। এরকমভাবে পথ চলাও কোন রমণীর পক্ষে অন্যায় নয়—এবং পূর্ণেন্দুও যে অন্যমনস্কের মত মনোযোগ দিয়ে দেখছিল সেজন্যে সে যে যথেষ্ট অপরাধ ক'রেছে ব'লে মনে করে তা নয় ; কিন্তু সেই অবস্থায় বাদলের তাকে আবিষ্কার করা যথেষ্ট অপরাধের এবং সেই কারণেই ব্যাপারটা

অতিমাত্রায় লজ্জাকর হ'য়ে দাঁড়াল, যখন অমিতাকেও ওর সঙ্গে দেখা গেল।—অনুশোচনায় পূর্ণেন্দুর মুখ থেকে প্রতিবাদের একটা শব্দ পর্য্যন্ত উচ্চারিত হ'লো না। বিমূঢ় বিহ্বল এবং বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে পূর্ণেন্দু দেখতে পেল,—বাদল আর অমিতা ফুটপাথ ক্রশ্ ক'রে হোষ্টেলে প্রবেশ ক'রছে।

অসহ্য—অসহ্য, আবার বাদল ফিরে এসেছে। ওর লালায়িত ভাব নিয়ে বর্ব্বর লোভীর মত অমিতার পিছন পিছন ধাওয়া ক'রেছে; ওর অনুদার উপস্থিতি পূর্ণেন্দুকে কেমন বিমর্ষ ক'রে তোলে,—ওর স্বপ্নগুলো ম'রে যায়, ঝ'রে যায়। অমিতাকে কেন্দ্র ক'রে আনন্দ বেদনায় মধুর ওর স্বপ্ন, ও তা গ'ড়ে তুলতে পারে না।

বাদলের মত ছেলের স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার ও প্রশ্রয় পাওয়া দেখে পূর্ণেন্দু শ্রদ্ধা হারাচ্ছিল;—ও ভাবতেই পারে না, একজন জীবনবীমার দালালকে নিয়ে অমিতার মত মেয়ের কি প্রয়োজন থাকতে পারে! বাদলকে দেখলে পূর্ণেন্দু যথেষ্ট সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে—ঈর্ষায় নয়, রুচির অধঃপতনে।

সেই বাদলের কাছে ও ধরা প'ড়ে গেল—বাদল

হয়ত নিশ্চিত ধারণা ক'রে নিয়েছে,—এই বৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে,—ওরা হয়ত বাড়ীতে গিয়ে চায়ের টেবিলে ব'সে ওকে অবলম্বন ক'রে একটা সরস কাল্পনিক কাহিনীর সৃষ্টি ক'রে উপভোগ ক'রবে—অমিতা হয়ত ব'লবে, 'আমি প্রায়ই দেখি, আমার জানালার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছেন।' অমিতা হয়ত আরও কত কী ব'লবে যা মেয়েরা ছেলেদের সম্বন্ধে প্রায়ই বলে আর ভাবে এবং যা ভেবে ওরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আর বাদল? বাদল হয়ত মনে ক'রবে, পূর্ণেন্দুটা একটা নেহাৎ idiot—একটা নিরেট,—অসহ্য, অসহ্য—বাদলের মত লঘু-মস্তিষ্কের ছেলে যে তার সম্বন্ধে অসম্মানকর একটা কিছু ভেবে আরাম পাবে, পূর্ণেন্দু এটা বরদাস্ত ক'রতে পারে না ;—অবিশ্রাম ধারা-বর্ষণেও পূর্ণেন্দু উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো।—অন্ধকারের কালো ছায়া বারান্দায় এসে প'ড়েছে ; রাত্রির গা বেয়ে ঝ'রছে বৃষ্টি, অশান্ত তার পতনলীলা—অফুরন্ত তার উৎস ;—মাঝে মাঝে একটা সুর অস্পষ্টভাবে যেন ভেসে আসছে ;—পূর্ণেন্দু অস্থির ভাবে পদচারণা ক'রতে লাগলো।

অমিতা পূর্ণেন্দুর সম্বন্ধে যেসব ধারণা ক'রতে পারে তার কিছু কিছু খণ্ডন না করা উচিত হবে না। পূর্ণেন্দু তাই ভাবলে এবং মনে মনে স্থির ক'রলে, অমিতার তার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।—তাকে কেন্দ্র ক'রে অমিতা যে একটা অসঙ্গত অভদ্র রকমের কিছু ভাববে; —কথাটা মনে ক'রেই পূর্ণেন্দু আরও উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো।—রাত দুটো,—পূর্ণেন্দুর কিছুতেই ঘুম আসে না; ও প্রভাতের জন্যে অস্থির অস্বস্তি নিয়ে জেগে রইল আর বুকের ওপর বাদলের নাম লিখে মুছে ফেলতে লাগলো—পূর্ণেন্দুর ওটা মুদ্রাদোষ।

পূর্ণেন্দু নিজেকে যথাসম্ভব সুসংস্কৃত ক'রে নিয়ে ভাবছিল,—ফুটপাথের ঠিক ওপারেই অমিতার হোষ্টেল। প্রায় দু'বছরের কাছাকাছি সে এখানে আছে;—এর মধ্যে পরিচিত আত্মীয়ার মত তার সঙ্গে যখন তখন দেখা হ'য়েছে। প্রায় ঠিক এক সময়েই তারা বাস-ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।—একই উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের যাত্রা।—ইউনিভারসিটিতে পৌঁছেও প্রায়ই একই সঙ্গে পাশাপাশি সিঁড়ি ভেঙেছে;—তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্য দু'জনায় বিচ্ছিন্ন;—আবার সেই একঘেয়ে লেক্চার

শুনে ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ী আসা ;—অমিতাকে সমস্ত দিন ধ'রে ঠিক এরকম ভাবেই ও কাছে পেয়েছে—কিন্তু আলাপ হয় নি। আজ উপযাচক হ'য়ে সে আলাপ ক'রতে যাচ্ছে,—ঠিক যে কারণে অনেক সুযোগকে সে ব্যর্থ হ'তে দিয়েছে, তার আত্মসম্মানবোধ, সেই আত্মসম্মানবোধকে আঘাত ক'রে সে সম্মুখীন হবে? অন্যমনস্কভাবে দাড়ি কামাতে গিয়ে blade-এ আঙুলটা কেটে গেল—কিন্তু তবু ওকে নিরস্ত করা গেল না—ওর জীবনে দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত এসেছে যা ওর পৌরুষ আর অহঙ্কারকে অতিক্রম ক'রে ওকে টেনে নিয়ে গেল।

হোষ্টেলের দারোয়ান সেলাম জানিয়ে ওকে ওয়েটিং-রুমে নিয়ে গেল। সঙ্কটময় অবস্থা উত্তীর্ণ হবার জন্যে পূর্ণেন্দু প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে প্রস্তুত ক'রতে লাগলো।

'ও আপনি?' কথাটা এমন স্বাভাবিকভাবে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—যেন এরকম একটা কিছু ঘটনা ও আগে থাকতেই আন্দাজ ক'রে নিয়েছে।—পূর্ণেন্দুর উপস্থিতি অকারণ এবং আকস্মিক হ'লেও অমিতার কাছে তা সচরাচর প্রাত্যহিক ব্যাপার ব'লেই

মনে হ'লো—ও একটু ভাবলে না, দ্বিধা ক'রলে না।—অসঙ্কোচ ওর প্রবেশ পূর্ণেন্দুকে চমৎকৃত ক'রে দিলে। চেয়ার টেনে ব'সে আঙুল দিয়ে বাঁ হাতে রচুড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে অমিতা বললে, 'আপনি বসুন।'

পূর্ণেন্দু এতক্ষন পর লক্ষ্য ক'রলো যে সে অনিশ্চিত কালের জন্যে দাঁড়িয়েই ছিল, এবং অমিতা আসন গ্রহণ করার পরও সে পাঁচ মিনিটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।—তাড়াতাড়ি ধপ্ ক'রে সে ব'সে প'ড়লো—এবং একটু থেমে গলা পরিষ্কার ক'রে বললে, 'দেখুন আপনাদের সঙ্গে কাল বড় বিশ্রীভাবে,—মানে আমার তখন ভয়ানক জ্বর,—একটা কথাও ব'লতে পারলাম না,—আপনি হয়ত বিশ্বাস ক'রবেন না।' ব'লেই বিনীতভাবে একটা ঢোক গিল্‌লে।

অমিতা একটু হেসে অন্যদিকে ফিরে ব'ললে, 'না, অবিশ্বাস করার কি আছে—কিন্তু আপনি ট্রামের জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন না? ওই রকম কি যেন ব'ললেন,—ব'লেই নীচু হ'য়ে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছতে লাগলো।

'কি ক'রব বলুন, যে বৃষ্টি, ট্রাম ছাড়া ত যাবার উপায় ছিল না।' কথাটা ব'লেই খচ্ ক'রে তার বুকে

গিয়ে বিঁধলো। সে কি তার দারিদ্র্যের কথা প্রকাশ ক'রে ফেললে নাকি? বৃষ্টির দিন ছাড়া সে পয়সা খরচ ক'রে ট্রামে চড়ে না, অমিতা হয়ত তাও ভাবতে পারে,—কথাটাকে যথাসম্ভব পরিস্কার ক'রে ব'লবার চেষ্টা ক'রলে, 'আমি ব'লছিলাম কি—মানে আমার ট্রামের একটা monthly আছে কিনা—'

অমিতা কথাটাকে টেনে নিয়ে ব'ললে, 'সেই জন্যেই বৃষ্টিতে ভিজে বেড়াতে যাচ্ছিলেন বুঝি?' ব'লেই অমিতা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো।—ও আর রুমালের সাহায্য নিয়েও নিজেকে দমন ক'রতে পারলে না, যেহেতু তার ট্রামের monthly আছে,—সেইজন্যেই সে বৃষ্টিতে ভিজে বেড়াতে যাচ্ছিল—সে ত ঠিক তা ব'লতে চায় নি।

অমিতা কি কথা নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে তাকে জব্দ করার চেষ্টা ক'রছে,—পূর্ণেন্দু হঠাৎ সচেতন হ'য়ে একটু ন'ড়ে বসলো এবং একেবারে চুপ ক'রে গেল।

অমিতা কথা ব'লতে ব'লতে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে; কোন কথাই ও চেপে রাখতে জানে না; এটা ওর স্বভাব; তা ছাড়া কোন কিছু নিয়ে কৌতুক ক'রে ও

আরাম পায়,—এই নিয়ে ওর কালচারের ওপর কটাক্ষ-পাত ক'রলে অন্যায় করা হবে,—কিন্তু ও আশা ক'রেছিল, পূর্ণেন্দু ওর সঙ্গে সমান ভাবে তাল ফেলে চ'লতে চেষ্টা ক'রবে;—তা হ'লে ওর ভাল লাগতো—অজস্র কথা নিয়ে ওরা খেলা ক'রতো,—ছুটির দিনের প্রশস্ত অবসর, কথার স্রোতে গা ভাসিয়ে আরাম ক'রে কেটে যেত।—সময় ত এমনি ক'রেই কাটে। কিন্তু পূর্ণেন্দুকে হোঁচট খেয়ে ব'সে প'ড়তে দেখে সত্যি ওর মায়া হ'লো আর একটা অশ্বস্তি অনুভব ক'রলে এই মনে ক'রে যে, পূর্ণেন্দু ওর অতিথি, তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার শুধু অন্যায় নয়, অভদ্রোচিত।—কিন্তু 'excuse me' ব'লে ও কথা আরম্ভ ক'রতে জানে না,—সাধারণ ভদ্রতার সামাজিক বুলিগুলো ও এড়িয়ে চলে;—অনেকক্ষণ পড়ে ও ব'ললে, 'আজকে নিশ্চয়ই আপনি ভাল আছেন?'

'ভাল না থাকলে আর এলাম কি ক'রে'?'

অমিতা লক্ষ্য করলে,—কথার ঝাঁঝে দেহের উত্তাপের খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়;—সুতরাং কথা আরম্ভ করার আগে আরও কিছু সময় যাওয়ার প্রয়োজন;—দু'জনেই চুপচাপ ব'সে রইলো—পূর্ণেন্দু

সামনের চেয়ারে ব'সে ঘাড়টা পিছন দিকে ফেরালো,—অমিতা অন্যমনস্কভাবে চাবির chain-টা আঙুলে জড়াচ্ছে ;—ঠিক কিরকম ভাবে আবার আলাপ আরম্ভ হওয়া উচিত সেটা ভাববার যথেষ্ট সময় দিয়ে অমিতা আর থাকতে পারলে না,—স্বাভাবিক ও সহজ ভাবে ও খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো এবং হাসবার সঙ্গে সঙ্গে ও আরও অনেক সহজ হ'লো,—কিন্তু এবার ও বেশ ভদ্রভাবেই ব'ললে, 'দেখুন আমি অনেক সময় অকারণেই হাসি—সে জন্যে নিশ্চয়ই আপনি কিছু মনে ক'রবেন না। আর তা যদি করেন ; সত্যি আমার ওপর অবিচার করা হবে।' ব'লেই আবার হেসে ফেললে ; একটু থেমে ব'ললে, 'সেইজন্যে ওরা আমায় কোথাও নিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না—আমি নাকি একটুতেই মাত্রা ছাড়িয়ে যাই—তাই কি পূর্ণেন্দুবাবু ?' অমিতার মুখে পূর্ণেন্দুর নাম উচ্চারিত হ'তে দেখে ও যথেষ্ট বিস্মিত হ'লো। 'আপনি আমার নাম জানেন ? আমাকে চেনেন ?'

'Yes Mr. 109'—আপনার নাম ত আমরা আবিষ্কার করি ;—আপনি সেই ইউনিভারসিটির মেয়ে-

দের নিয়ে—মানে আমাদের নিয়ে কবিতা লেখার পর সবাই ত আপনাকে চেনে—আমরা ত আপনার নাম মুখস্থ ক'রে ফেলেছি Mr. Seyne—আমাদের কত আলোচনা হ'লো এই নিয়ে!'

'না না, সত্যি আমি ওটা লিখি নি—আপনারা এই নিয়ে বুঝি খুব—মানে আপনারা ভেবেছেন আমি লিখেছি, তা নয়',—পূর্ণেন্দু দুর্ব্বলভাবে চুলগুলো নাড়াচাড়া ক'রতে ক'রতে একটু থেমে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে।

'সত্যি আমার কিন্তু কবিতাটা বেশ ভাল লেগে-ছিল—আপনি হেমনলিনী রাউথকে লক্ষ্য ক'রে কি যেন লিখেছেন—কি যেন মনে আসছে, মুখে আসচে না—সত্যি কি বিশ্রী—I can't excuse my memory—একটু পরে ঠোঁটে আঙুল রেখে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, প'ড়েছে প'ড়েছে—yes—

'Miss Hemnalini Routh,
She came from the south,
Opened her mouth
And cried Houth! Houth!'

ব'লেই উচ্ছ্বসিত ভাবে হেসে উঠলো।

'দেখুন ওটা ঠিক আমি লিখি নি,—মানে আপনার বন্ধুটি হয়ত মনে ক'রেছেন—'

'তিনি কিছুই মনে করেন নি, আমাদের এটুকু sense of humour আছে—ছেলেদের যা অনেক সময়েই থাকে না।' অমিতা একটু খোঁচা না দিয়ে পারলে না। 'হ্যাঁ, বলছিলাম কি—আমরা suggest ক'রবো ভেবেছিলাম, অবিশ্যি অনেক কিছুই আমরা ভাবি যা করি না,—সে যাক; আমরা ব'লছিলাম,—আপনার কবিতাটার সঙ্গে বেশ ভাল ছবির Illustration দিয়ে কোন ইংরিজি weekly-তে পাঠিয়ে দিলে পারেন,—অবিশ্যি তার আগে স্নুনীতিবাবু কিম্বা আর কাউকে দিয়ে লেখাটা correct করিয়ে নেওয়া দরকার; যদি ইংরিজির ভুল থাকে;—অবিশ্যি আছেই যে এমন কথা আমি ব'লছি না।' শেষের কথাটা ও ইচ্ছে ক'রেই ব'লেছিল এবং ব'লেই ভদ্রভাবে সেটা ঘুরিয়ে নিলে,—যাতে পূর্ণেন্দুর বলার আর কিছু না থাকে। পূর্ণেন্দু তার ইংরিজি লেখার ওপর কটাক্ষপাতে যথেষ্ট অপমানিত বোধ ক'রলে,—সে ভাল ইংরিজি না

লিখলেও ভুল ইংরিজি লেখে ; কথাটা সত্যি হ'লেই বা ক'জনে সহ্য ক'রতে পারে ? একটু ঢোক গিলে কথা-গুলোতে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে ব'ললে, 'suggest না ক'রে ভালই ক'রেছেন। Correction-এর জন্য আমার কবিতা কারও কাছে কখনও পাঠাতাম না।'

অমিতা ভ্রূকুটি ক'রে ব'ললে, 'এই যে ব'ললেন আপনি লেখেন নি,—caught red-handed Mr. Seyne ; ছিছি এ আপনার ভারী অন্যায়—মেয়েদের নামে এই সব যা-তা কবিতা লিখে বেড়ান আর সেটা স্বীকার করার মত সৎ সাহসও নেই আপনার—এতটা mean আপনি?' —বলেই অমিতা গম্ভীরভাবে অন্যদিকে চেয়ে রইলো।

পূর্ণেন্দু ঘাবড়ে গেল, অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়লো। কিছু ক'রতে না পেরে মেঝের ওপর জুতো ঘ'ষতে লাগলো। সে বুঝতে পারছে এখুনি তার চ'লে যাওয়া উচিত—এক মুহূর্ত্ত দেরী ক'রলে হয়ত আরও বিপন্ন হ'তে পারে, কিন্তু চেষ্টা ক'রেও সে উঠতে পারছে না ;—মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে একই যায়গায় একইরকম ভাবে আটকে রেখেছে, দুর্ব্বলভাবে সে শুধু পা দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে পারছে মাত্র।—কী বিশ্রীভাবে

সে ধরা প'ড়ে গেল ;—অমিতা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে তাকে পরিষ্কারভাবে জেনে নিল, এটি একটি আস্ত নিরেট।—সে হঠাৎ উঠে চ'লে যাচ্ছিল, কি ভেবে একটু ফিরে ব'ললে, 'নমস্কার!'

'বসুন,—আপনার চা আনতে ব'লেছি', কথাটা অমিতা এমন স্বাভাবিক স্বরে ব'ললে, যেন কিছুই হয়নি, পূর্ণেন্দুকে সে চায়ের নেমন্তন্নে ডেকে পাঠিয়েছে এবং তারই জন্য অপেক্ষা ক'রে এইমাত্র চা আনবার হুকুম ক'রলে, এরকম অসঙ্কোচ তার প্রকাশভঙ্গী আর তা অদ্ভুত রকম স্বাভাবিক ভাবেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।—'দেখুন আমি হয়ত না জেনে অন্যায় ক'রে ফেলেছি সেজন্য মানে—' পূর্ণেন্দু কথা খুঁজতে লাগলো ঠিক যা ব'ললে এ ক্ষেত্রে শোভন হয় কিন্তু অমিতা ওকে সময় দিলে না,—'ঠিক সেই জন্যেই বুঝি চা না খেয়ে চ'লে যেতে চান। আপনার রাগ ত' কম নয়!' অমিতা আবার কটাক্ষ ক'রলে, সত্যি সে ব'সে ব'সে এই সব শুনবে নাকি?

'দেখুন তা নয়,—সত্যি চা আমি এই মাত্র খেয়ে এসেছি আর তা ছাড়া বেশী চা খেলে সত্যি আমার

Insomnia হয় ;—আচ্ছা চলি, নমস্কার'—ব'লেই হাত দুটো তুলে দ্রুতগতিতে পূর্ণেন্দু বেরিয়ে আস্‌তে যাচ্ছে, একটু ভেবে কি মনে ক'রে ও একবার থামলো।—

'আপনি রাগ ক'রেছেন সত্যি—না আপনার Insomnia-টা সত্যি—কোনটা সত্যি বলুন তো? আপনি যদি এর উত্তর না দিয়ে চ'লে যান, আমার সমস্ত দিনটা তবে নষ্ট হবে—আর সেই জন্যে আপনাকেই দায়ী ক'রবো।'

পূর্ণেন্দু এ প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে ব'ললে, 'আমি বাদলের Address-টা জানতে এসেছিলাম, বিশ্বাস করুন,—আপনার দিনটা নষ্ট হয় এ ইচ্ছে আমার ছিল না—'।

'Do you mean that ?—আপনি বাদলের কাছে এসেছেন? মানে তার Address-টা জেনে নিতে এসেছেন? How cruel of you to think like that and come to me! (সনিঃশ্বাসে) আমি কোথায় ভাব্‌ছি আপনি আমার সঙ্গে নিছক আলাপ ক'রতে এসেছেন—আপনাকে আমার ত ভালও লাগছিল সেই জন্যে—কিন্তু তা নয়, আপনি আমার কাছে

আসেন নি? তা হ'লে আমার ভাল লাগার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা উচিত নয়—তবে আর আপনার Insomnia-র কি ক'রতে পারি বলুন? আপনার কথা শুনে আমার ত' বেশ sympathy এসে গিয়েছিল'—ব'লেই অমিতা আবার রুমালের সাহায্য গ্রহণ ক'রলে।

এতগুলো কথা শুনে পূর্ণেন্দু আরও বিব্রত হ'য়ে প'ড়লো। তার বিরুদ্ধে কোন' অভিযোগ না আনা হয় সেইজন্যে, সে তার আসার একটা যুক্তিযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ ক'রেছে মাত্র। অমিতা তার উত্তর শুনে আবার হয়ত কৌতুক করার সুযোগ খুঁজে পেল। সে সত্যি এবার বিরক্ত হ'য়ে ব'ললে, 'দেখুন Insomnia আমার হয় না।'

'চা খাবেন?'

'না।'

'Insomnia হয় না—চা-ও খাবেন না? আপনি বেশ ত'! আচ্ছা তবে বাদলকে phone-এ ডেকে দি।'

বাদলের নাম শুনে পূর্ণেন্দু আরও বিচলিত হ'লো—একবার মনে হ'লো সে যা ব'লেছে সেটাকে ঠিক রাখতে হ'লে তার এখন বাদলের সঙ্গে কথা বলা উচিত। অমিতার হোষ্টেলে ব'সে সে বাদলের সঙ্গে

আলাপ ক'রবে? তার এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সাক্ষী থাকবে বাদল? অহেতুক আশঙ্কা এবং অস্থিরতায় পূর্ণেন্দু আরও চঞ্চল হ'য়ে প'ড়লো। বাদলের বিদ্রূপ-মেশানো হাসি ও যেন চোখের সামনে দেখতে পেল, 'পূর্ণেন্দু তুমিও?' না, আর এক মুহূর্ত্তও নয়—অমিতা চ'লে গেছে—হয়ত বাদলকেই phone-এ ডাকতে গেছে।—বাদলের স্থূল বুদ্ধির রসিকতা সে কিছুতেই সহ্য ক'রবে না। সে তাকে সমশ্রেণীর মনে ক'রে আরাম পাবে,—অসম্ভব। পূর্ণেন্দু অভদ্রভাবে চেয়ারে শব্দ ক'রে ফেলে ছড়িয়ে বেরিয়ে এলো।

বহুদিন পরে আবার university-তে একদিন পূর্ণেন্দু অমিতার মুখোমুখি প'ড়ে গেল—অমিতাকে ও আজকাল প্রায়ই এড়িয়ে চ'লতো। সেদিনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু ও যে আজ পর্য্যন্ত ভুলতে পারে নি,—অমিতার উপস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক এবং সচেতন হওয়া থেকেই তা প্রমাণ হ'য়ে যায়;—হঠাৎ ওদের দু'জনের আবার মুখোমুখি হ'য়ে গেলো—ছুটির পর ও Library-তে যাচ্ছিল আর অমিতা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে।

'নমস্কার, ভাল আছেন?' অমিতা কথা আরম্ভ হবার আগে একটুও হাসে নি;—বেশ গম্ভীরভাবে সামাজিক প্রথায় কথাটা উচ্চারণ ক'রলে।

পূর্ণেন্দু দুটো সিঁড়ি ডিঙিয়ে ব্যস্তভাবে বললে 'হ্যাঁ, নমস্কার।'

পূর্ণেন্দুর অঙ্গভঙ্গীর দ্রুত সঞ্চালন দেখে অমিতার আবার রুমালের সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়েছিল—কিন্তু ও এবার যথেষ্ট সংযত হবার চেষ্টা ক'রছে; ওকে দেখে তাই মনে হলো। ও বললে, 'আজকাল ক্লাসে আসেন না?'

'না।' কথাটার ওপর যথেষ্ট জোর দিয়ে পূর্ণেন্দু উচ্চারণ ক'রল'।

'Arrear sleep শোধ ক'রে নিচ্ছেন বুঝি? ক্লাসে আসার সময় পান না?'

পূর্ণেন্দু এ কথার উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে চ'লতে সুরু ক'রলে, অমিতাকে পিছন পিছন আসতে দেখে ও ব'ললে, 'আপনি Library-তে যাবেন?'

অমিতা, 'না' ব'লে একটু থেমে হেসে ফেললে, তারপর ব'ললে, আপনার সঙ্গে যাবো। এই বিশ্রী

গরমে হোষ্টেলে ফেরার চেয়ে fan-এর নীচে আরাম ক'রে ব'সে থাকা more pleasant নয় কি ?'

'হ্যাঁ, যা অসহ্য গরম। এ গরমে আর কলকাতায় থাকা যায় না।'

'কোথায় থাকা যায় পূর্ণেন্দুবাবু, বলুন তো ?'

'কেন Shillong ! আমি ত' এবার Shillong যাবো ঠিক ক'রেছি।' কথাটা উচ্চারণ ক'রে পূর্ণেন্দু বেশ গর্ব্ব অনুভব ক'রলে।

'শিলং ? আপনি সত্যি শিলং যাবেন Mr. Seyne ?'

'কেন মিথ্যে ক'রেও কি শিলঙে যাওয়া যায় নাকি ?' অমিতার কোন কথাও আজ সহজভাবে নিতে পারছিল না, তাই একটু খোঁচা না দিয়ে পারল না।

'Don't mind Mr. Seyne, ও যায়গাটার ওপর আমার এমন লোভ আছে তাই হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে প'ড়েছিলাম।'

'বেশ ত ! চলুন না একসঙ্গেই যাই ; আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী আছে,—কোন অসুবিধে হবে না।'

...'দিদির আবার বাতের অসুখ—শিলঙে নিশ্চয়ই বাত হয় না—কি বলেন ?'

'কি ক'রে জানবো বলুন—Shillong ত' বেশ যায়গা ।'

অমিতা এবার খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো—একটু পরে ব'ললে, 'তবে নিশ্চয়ই যাবো—আপনি আপনার আত্মীয়কে আগেই জানিয়ে রাখুন—আমরা next week-এ positively যাচ্ছি ।

হঠাৎ পথে ইলাকণার সঙ্গে দেখা হ'তেই অমিতা ব'ললে, 'আচ্ছা নমস্কার পূর্ণেন্দুবাবু, আমরা হোষ্টেলেই যাই ;—এখানে থেকে আর কি ক'রবো বলুন ?' কথাটা অমিতা এমন ভাবে ব'ললে যেন পূর্ণেন্দুই তাকে এতক্ষণ যেতে দেয় নি ।

অপরিচিতা মহিলার সামনে পূর্ণেন্দু যথেষ্ট লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়লো, কিন্তু অমিতাকে এখন সে প্রশ্ন না ক'রে পারে না । তার সঠিক খবরটা জেনে নেওয়া দরকার । ওরা অনেকটা দূরে চ'লে গিয়েছিল ; পূর্ণেন্দু এগিয়ে এসে ব'ললে, 'দেখুন কবে ঠিক জানতে পারবো,—You may change your mind.'

'Certainly not. My mind is not so fle[illegible] Mr. Seyne. আপনি বরং কাল—হ্যাঁ, আজ ত শনি বার? কাল রবিবার, (একটু ভেবে) Yes, you see me to-morrow morning,' ব'লেই স্কন্ধদেশের বিশেষ ভঙ্গী ক'রে হাসতে হাসতে অমিতা চ'লে গেল।

সেই দিনই পূর্ণেন্দু তার আত্মীয়কে একটা wire ক'রে দিলে। রাশীকৃত চিন্তা এলোমেলো হ'য়ে সব কিছু গোলমাল ক'রে দিচ্ছে। অমিতার শিলং ভাল লাগে, ও হয়ত শীগ্‌গির আসতেও চাইবে না।—গ্রীষ্মের অলস অবসর সে ভ'রে রাখবে উচ্ছল হাসি দিয়ে,—অজস্র কথা দিয়ে। পূর্ণেন্দু একসঙ্গে না হয় থাকবে না; সেটা বড় বিশ্রী দেখাবে—একটা হোটেলেই না হয় আশ্রয় খুঁজে নেবে—একটু দূরে হ'লেই বা ক্ষতি কি? শিলঙে ত ভাল হোটেলের অভাব নেই।—অমিতার আকর্ষণই তার পথের দুঃখকে ভুলিয়ে দেবে—মাইলের পর মাইল তারা মোটরে বেড়াবে, হু হু শব্দে, রুদ্ধশ্বাস-গতিতে—অমিতা প্রতিবাদ ক'রলেও সে থামতে চাইবে না—শিলং-এর আঁকা-বাঁকা রাস্তায় তার মোটর চ'লেছে—পূর্ণেন্দু যেন দেখতে

পেল ;—একমাসের জন্যে একটা মোটর রাখতে কতই বা লাগে ? পূর্ণেন্দু না হয় তার camera-টা বিক্রী ক'রে দেবে—কি হবে আর ও দিয়ে ? অর্থের জন্যে এমন আনন্দকে সে ব্যর্থ হ'তে দিতে পারে না—অমিতা যদি সোমবারেই যেতে চায় ? হাতে মাত্র একটি দিন—এর মধ্যে যে তার একশো রকমের কাজ র'য়েছে।

ভাবতে ভাবতে পূর্ণেন্দু অস্থির হ'য়ে উঠলো—কিন্তু এ অস্থিরতায় আশাহতের বেদনা নেই বরং সার্থকতার আনন্দ আছে।

সকালে এক পেয়ালা চা কোনরকমে শেষ ক'রেই পূর্ণেন্দু বেরিয়ে প'ড়লো ;—অমিতার কাছ থেকে খবরটা জেনেই তাকে মার্কেটিং-এ যেতে হবে। অমিতা হয়ত কালকে যাওয়াই স্থির ক'রে ফেলেছে ; অথচ এখনও সে সব দিক গুছিয়ে উঠতে পারে নি—বইগুলো এবার সে সঙ্গে নেবে না, পড়া-শুনা যখন হবেই না তখন মিছি-মিছি বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি ? তার চেয়ে Royal Academy-র একটা এলবাম সে তার এক artist বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে নেবে,—যার একখানা ছবি দেখেই সমস্ত দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় ; আর রাত্রিতে সেই

ছবির স্বপ্ন নেমে আসে—Turner, Butcher, Melias, যাদের নাম সে চিরদিন পূঁজো ক'রে এসেছে—সেই সব শিল্পীর স্বপ্ন আর তার পাশে অমিতা ;—পূর্ণেন্দু অলস অবসরের একটি সুন্দর ছবি মনে মনে গ'ড়ে তুললো। ছুটির দিনের স্বপ্ন তার চোখে এসে লাগছে। ভাবতে ভাবতে পূর্ণেন্দু অমিতার হোষ্টেলটা প্রায় ফেলে গিয়েছিল ; তাড়াতাড়ি মুখটা মুছে চুলটা ঠিক ক'রে ভেতরে ঢুকে গেল !

সেদিনের মত আজ আর সে তত নার্ভাস নয় ;— সোজাসুজি ঢুকে একটা চেয়ার টেনে ব'সে প'ড়লো এবং দরওয়ানকে খবর দিতে ব'ললে।—একটু পরেই একটি ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন এবং ক্ষুদ্র একটি নমস্কার ক'রে বললেন, 'আপনিই কি মিষ্টার পূর্ণেন্দু সেন ?'

'হ্যাঁ,—আমি—মিস্ অমিতা রায়ের কাছে—' পূর্ণেন্দু একটু আম্‌তা আম্‌তা ক'রতে লাগলো।

মহিলাটি উত্তরে একটু হেসে ব'ললেন, 'হ্যাঁ— তিনিই এই চিঠিটা আপনাকে দিতে ব'লেছেন।'

'তিনি কি এখন নেই ?'

'না, তিনি ত শনিবার দিনই পুরী চ'লে গেছেন।'

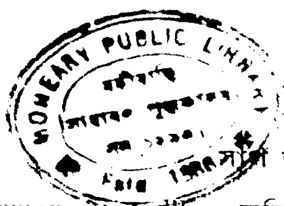
চোখ দুটো গোলাকৃতি ক'রে শুষ্ক গলায় পূর্ণেন্দু ব'ললে, 'পুরী ?—কিন্তু তার ত শিলং যাবার কথা—তার দিদিও গেছেন নাকি ?'

'অমিতার দিদি ?—কই শুনিনি ত সে কথা।' মহিলাটি অর্থপূর্ণ একটু হেসে চ'লে গেলেন—পূর্ণেন্দু এবার বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখলে—কতকটা ইলাকণার মত মনে হ'লো—ওরা কি তবে চক্রান্ত ক'রে ওর অবস্থাকে উপভোগ ক'রছে ? পূর্ণেন্দু সেখানে চেয়ারে ধপাস ক'রে ব'স্‌তে যাচ্ছিল—উত্তেজনায় অস্বস্তিতে ও উঠে প'ড়লো—চিঠির ছত্রগুলো তখনও চোখের সামনে ভাসছে,—

মিঃ সেন ;—

শিলং যাবার খুব লোভ ছিল, কিন্তু বাদলের নাকি সমুদ্র না দেখলেই চ'লবে না সুতরাং মত বদলাতে হ'লো। উপস্থিত Sea-view Hotel-এ ;—শিলং যেতে পারলাম না সেজন্য দুঃখিত, ভুল বুঝলে সত্যি আমার উপর অবিচার করা হবে,—আশা করি আপনার Insomnia সেরে গেছে। ইতি—

পূর্ণেন্দুর সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে একটা আগুনের হল্‌কা চ'লে গেল—পূর্ণেন্দু অস্ফুটকণ্ঠে ব'লে



...সী আর মেয়ে উঠলো 'All women are alike—অমিতাও সেই দলের—'

*　　　　*　　　　*

স্থূলবুদ্ধি লঘুচিত্ত অসার অন্তঃকরণ নিয়ে যারা সরলতার ভাণ করে,—কৃত্রিমতা দিয়ে কালচারের মুখোস প'রে প্রশংসা পাবার জন্য লালায়িত দৃষ্টি দিয়ে যারা পুরুষের দিকে চেয়ে থাকে,—সেই সমশ্রেণীর মেয়ে অমিতা, পূর্ণেন্দুর তাকে কিই বা প্রয়োজন থাকতে পারে?—পূর্ণেন্দু অস্থিরভাবে মেসের ছাদটা পরিক্রমণ ক'রছে—'অমিতা যে তার সঙ্গে একটা খেলা ক'রে গেল পূর্ণেন্দু চেষ্টা ক'রেও সেটা ভুলতে পারছে না;—বাতাসে ঘরের সার্সিগুলো এলোমেলোভাবে ধাক্কা খাচ্ছে,—কাগজপত্র ইতস্তত ছড়ান—পূর্ণেন্দুর হাতে অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট;—ইজিচেয়ারে শুয়ে মনে মনে সে ব'ললে,—নারী? কিই বা সে দিতে পারে? পৃথিবীর প্রয়োজনে সাধারণ একটি জিনিষ;—যেমন তার হাতের এই চুরুট,—না হ'লে চলে না—অথচ কত তাড়াতাড়ি শেষ হ'য়ে যায়। অমিতা তাকে সচেতন ক'রে দিলে মাত্র। একটা পাতা বাতাসে উড়ে যেতেই পূর্ণেন্দুর খেয়াল

হ'লো—তার প্রবন্ধের পাতাটা, 'মানবের আদি দুঃখ', তার সত্যি দুঃখ হ'লো এই ভেবে, কেন সে প্রবন্ধটা শেষ করে নি এতদিনে?—নিজেকে কেন সে অপচয় ক'রতে গেলো? প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত তার কাছে কিছু দাবী করে—না তার অধিকার নেই একে নষ্ট ক'রবার—পূর্ণেন্দু আবার কলমটা তুলে নিল; রুদ্ধশ্বাস-গতিতে লিখে যেতে লাগলো!—হায়! অসহায় পূর্ণেন্দু!

ইষ্টারের ছুটী

আবার ইষ্টারের ছুটী এসেছে,—অনিমার জীবনের দুটো বছর কেটে গেল ঃ—দুটো বছর,—পুরো দুটো বছর,—এর প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তের স্বপ্ন অনিমার চোখে লেগে আছে, আনন্দ বেদনায় মধুর। এর প্রতি দিনটির ফসল, জীবনের ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু তার আগে? তার আগে কিছু নয়—শূন্যতার সীমাহীন বিস্তৃতি—ফাঁকা, শুধু ফাঁকা—অবকাশের অবসাদ,—অনিমার জীবনের জয়যাত্রা সুরু এইখান থেকেই—

রঞ্জিত বোসের সঙ্গে সে আলাপ ক'রেছে ;—শুধু আলাপ নয়, তাদের আত্মীয়তা, সখ্যতার সীমা ছাড়িয়ে পরম পরিচয়ের অপেক্ষায় আছে। রঞ্জিত বোস ; কি সুন্দরের স্বপ্ন ও সঙ্গে নিয়ে ফেরে!—কত মেয়েকে ও কাঁদিয়েছে ;—কিন্তু তবু অনিমার ভাল লাগে—আর এত বেশী ভাল লাগে··· !

অনিমা সারা বছর ওর কথার কবিতা সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে পান ক'রেছে—ওর কাছে ব'সেছে,—ওর চুলের ভেতরে হাত ডুবিয়ে আকাশের তারা গুণেছে,—সুখের সেই অমূল্য মুহূর্ত্তগুলো, অনিমার বাইশ বছরের জীবনের একমাত্র সম্পদ।

—আবার ইষ্টারের ছুটী এসেছে ;—এই ইষ্টারের দিনেই ও রঞ্জিত বোসকে প্রথম আবিষ্কার ক'র্‌লে—আনন্দ বেদনায় মধুর পরিচয়ের সেই পরম ক্ষণ !

—অনিমার আজ সব কথা ভাবতে ভাল লাগে,—অস্পষ্ট অপরিচয়ের মাঝখানে যখন তারা একটু একটু ক'রে হারিয়ে যাচ্ছে,—অন্তরের সাবলীলতায় যখন তারা এত সহজ হয় নি,—মোহাচ্ছন্ন আবেশের মধ্যে যখন তারা পরস্পরকে উপভোগ ক'রছে,—অন্তরের উৎসবের শুধু সেই আয়োজন পর্ব্ব ;—উঃ সে কি উত্তেজনাময় অনুভূতি !—

অনিমা যখন বিছানা আঁকড়ে অস্থিরভাবে প'ড়ে থাকতো—অথচ ঘুমুতে পারতো না।—

রঞ্জিত বোসের সেই কথাগুলো আজ সব চেয়ে বেশী ম'নে পড়ে,—সে চেষ্টা ক'রেও যা ভুলতে পারেনি,—তাদের ইষ্টারের সেই আনন্দপূর্ণ দিনগুলো,—এর কিছু দিন আগে হয়ত সে রঞ্জিত বোসকে চিনেছে,—কিন্তু কতখানি আত্মীয়তা ওই কদিনের মধ্যে !—Shelleyর Adoneis প'ড়বার জন্যে ও রঞ্জিতকে নিমন্ত্রণ ক'রেছিল, —রঞ্জিত বোসের সে কি দরদ দিয়ে আবৃত্তি !

প্রাণের উৎস যেন কণ্ঠের স্বরে ধরা দিয়েছে—অনিমা শুনতে পারেনি,—অত ব্যথা ও সইতে পারে না, রঞ্জিতের হাত ধ'রে ও ব'লেছে, "আপনি থামুন,—এত কান্না আমার ভাল লাগে না—সত্যি Shelley, Keatsকে কতটা প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল—অথচ Keats এক সময়ে কিন্তু ভুল বুঝেছিল—"

"সেই ভুলের বেদনা নিয়েই Keats ম'রেছে। Shelley তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রলে—অত বড় প্রাণকে কি অবিশ্বাস করা যায়?—যায় না; আপনার কি মনে হয়?"—কথা গুলো ব'লে রঞ্জিত এমন ক'রে সেদিন চেয়েছিল! অনিমার নরম হাতটা কখন যে ওর হাতের মধ্যে ধরা দিয়েছে,—ও তা টের পায় নি। ওর দৃষ্টির মাদকতায় ও যেন অবশ হ'য়ে গেছে;—জোর ক'রে ও নিজেকে মুক্ত ক'রতে পারছে না,—তারপর রঞ্জিত আপন খেয়ালে কত কি আবৃত্তি ক'রে গেছে,—Thompson, Burns, Browning, Keats; অত সুন্দর ক'রে শুধু রঞ্জিত বোসই আবৃত্তি ক'রতে পারে—এক মাত্র রঞ্জিত বোস, যার গলায় সুরের বন্যা, যার ভঙ্গীতে নৃত্যের ছন্দ।

ওর গলায় Browningকে আরও বেশী ক'রে

ভাল লেগেছে—অনিমা বেশ মনে ক'রতে পারে, রঞ্জিত সে দিন এই ক'টা লাইন সুর দিয়ে ব'লেছিল্ন,—

"Teach me only teach love
as I ought,
I will speak, thy speech love
Think—thy thought"—

উঃ; সে কি আবেগ মাখানো অভিব্যক্তি! তারপর—

"That shall be to-morrow
not to-night
I must bury sorrow
out of sight"—

অনিমা আর শুনতে পারে নি, শুনতে চায়নি, রঞ্জিতের অন্তর থেকে কথাগুলো এমনি ভাবে ঝ'রে প'ড়েছিল! ঠিক যেন কান্নার মত।—আবার কান্না—সত্যি রঞ্জিতের কিসের এত ব্যথা!—কবিতার ভেতর দিয়ে ও নিজেকে কেন এমন ভাবে ধরা দিচ্ছে; উত্তেজনায় অস্থির হ'য়ে ও রঞ্জিতের হাত চেপে ধ'রে ব'লেছেঃ—"আপনি থামুন, পরের কথা আর শুনতে পারি না।"

"আমার নিজের যে কোন কথা নেই।"

"—আছে, আছে, নিশ্চয়ই আছে—আর সেই কথাই আঁজকে আমায় ব'লতে হবে—"

রঞ্জিত বলে নি—কিছুতে বলে নি—অপ্রকাশের অসহনীয় বোঝা ও একাই বইতে পারে—শুধু ওই পারে।

তারপর social gatheringএর দিন। যেদিন থেকে ওর জীবনের শুক্লপক্ষ আরম্ভ হ'য়েছে,—আলোর আশ্বাসে ও যখন উন্মুখ হ'য়ে হৃদয়ের সমস্ত পাঁপড়িগুলো মেলে ধ'রেছে,—সেই ২৭শে নভেম্বর! রঞ্জিত ওকে গান গাইবার জন্যে অনুরোধ ক'রবে ও আশা ক'রেছিল;—রঞ্জিত তা করেনি,—কিন্তু অনিমাকে গাইতে হ'য়েছিল! ছেলেদের অনুরোধ ও কিছুতে এড়াতে পারে নি।

রঞ্জিত কেন এলো না?—অতগুলো ছেলে এসেছে; কিন্তু রঞ্জিত আসেনি ব'লে অনিমা একটুও খুসী হ'তে পারে নি—অভিমান ক'রে ও রঞ্জিতের সঙ্গে অসহযোগ ক'রবে ঠিক ক'রেছে;—রঞ্জিতের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রবে ভাবতে ভাবতে ও নিজেই হাঁপিয়ে উঠেছে। অনুষ্ঠান শেষ হবার অনেক আগেই ও চ'লে এসেছে। ভাল লাগেনি ব'লে চ'লে এসেছে—আর রঞ্জিতকে দেখতে পায়নি ব'লে চ'লে এসেছে—

হোষ্টেলের visiting roomএ রঞ্জিত বোস ;—হ্যাঁ রঞ্জিতই ত' বটে,—কি আশ্চর্য্য! অনিমা যে একটু আগে এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে এসেছে,—ঠিক এই রকম একটা আবিষ্কারের আনন্দ ;—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ক'রতে অনিমার আর একটুও দ্বিধা নেই।

"বেশ অদ্ভুত কিন্তু,—এত লোকের মধ্যে আপনাকে খুঁজে পেলাম না, অথচ এই ঘরটিতে কেমন ধরা দিয়েছেন। কিন্তু অন্ধকারে কেন? হাতের কাছে সুইচটা, টিপতেও কি কষ্ট হয়?"

অনিমা জ্বালতে গেছে,—কিন্তু পারেনি ;—তার আগেই রঞ্জিতের বলিষ্ঠ বাহু অনিমাকে গ্রাস ক'রেছে—উঃ ;—সে কি নিবিড় মাদকতা!—সমস্ত চেতনা যেন মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েচে। কাণের কাছে মুখ এনে রঞ্জিত ব'লেছে—,

'I will speak thy speech love,
Think, thy thought.'

—তারপর—

দু'বছর পরে আবার ইষ্টার এসেছে ;—অনিমা খবর

পেয়েছে রঞ্জিত প্রফেসারি ক'রছে—রঞ্জিত বোস্,—বি, এ, তে record break ক'রে সবাইকে চম্‌কে দিয়েছিল ! —সেই রঞ্জিত।

অনিমাকে সে কি ভুলে গেছে ? না, না, অসম্ভব ; —নেপথ্যে থেকে অনিমা এই যে তার আকর্ষণ অনুভব ক'রছে, অনিমার জীবনের পেয়ালা আবার পূর্ণ হ'য়ে উঠবে—পাতায় পাতায় ঐ যে তারই সাড়া,—গোধূলির গৈরিক আভায় ঐ যে তার গোপন কবিতা ভেসে উঠেছে ;—অনিমা শুনতে পাচ্ছে ঐ যে তার পায়ের শব্দ,—ঐ যে এত কাছে ! টেলিফোনটা ন'ড়ে উঠ্‌লো নয় ?—ঐ যে তাকেই ডাকছে—Calcutta Hotel থেকে রঞ্জিত তাকে ডাকছে, অনিমার সারা অঙ্গে আনন্দের শিহরণ,—এতদিন পরে রঞ্জিতের গলা আবার সে শুনতে পেল,—

রঞ্জিত তিনদিন এখানে এসেছে, অথচ এই তিন দিনের মধ্যে সে তার কোন খোঁজ করেনি,—তবে কি রঞ্জিত তাকে ভুলে যেতে আরম্ভ ক'রেছে ? না, না— এ অন্যায় অবিশ্বাসকে কিছুতেই সে উৎসাহ দেবে না ; —রঞ্জিত আসবে, অনেকদিন পরে রঞ্জিত আবার তার

কাছে আসবে ;—তার সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ আগ্রহে যার প্রতীক্ষা ক'রছে—সেই রঞ্জিত।

দুপুরে হোষ্টেলের সবাই দরজায় খিল দিয়ে ঘুমুচ্ছে কিন্তু সে ত' ঘুমুতে পারছে না—কিছুতেই না, শত চেষ্টা ক'রেও সে অন্যমনস্ক হ'তে পারছে না, সেই এক কথাই ভাবছে, রঞ্জিতের কথা ভাবতে ভাবতে সে কি পাগল হবে নাকি? এখনও অনেক বাকী ;—এক ঘণ্টা যেন এক যুগের মত ভারী, কিছুতেই আর শেষ হয় না।

এই যে একে একে সবাই বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ছে,—মেনকা, হেলেন, সাবিত্রী—ওরা আজ লেকে বেড়াতে যাবে, অনিমাকে কত সাধাসাধি—অনিমার মাথা ধ'রেছে, সত্যি এ ভান নয়—আজকে তার শরীরটা মোটেই ভাল লাগছে না, অনিমা চুপ ক'রে প'ড়ে রইলো। বেলাদিদির দল বায়স্কোপে যাবার আগে ওর দরজায় ধাক্কা দিয়ে গেল—না, না, ও কোথাও ন'ড়বে না রঞ্জিত না আসা পর্য্যন্ত।—

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক স্তব্ধ—হোষ্টেলে শুধু সে আর সুলতা,—সুলতা একজামিনের জন্য নোট মুখস্থ ক'রছে—

কিন্তু রঞ্জিত এলো না কেন? ও কি আবার কোন ক'রে খবর নেবে? না, রঞ্জিতকে ও মনের এ অস্থিরতা জানতে দেবে না। গ্যাস পোষ্টের আলোগুলো জ্বলে উঠলো—এবার আসবে। অনিমা তাড়াতাড়ি কাপড়টা ব'দলে নিলে—সেই আকাশ রঙের শাড়ীখানা, রঞ্জিত যেটা পছন্দ ক'রে কিনে দিয়েছে। অনিমা নীচের ঘরে নেমে এলো, ওর চোখে মুখে কি উৎসাহের দীপ্তি। অনিমাকে আজ সব চেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। দু'ঘণ্টা, পুরো দু'ঘণ্টা কেটে গেলো—এবার সবাই বায়স্কোপ থেকে ফিরে আসবে, তাকে ঘরের মধ্যে অন্ধকারে চুপ ক'রে থাকতে দেখে সবাই কি ভাববে?—না, রঞ্জিতের এ ছেলেমানুষী সে ক্ষমা ক'রবে না।

এই যে—রঞ্জিতই ত—তার সেই নরম আঙ্গুল—চুপি চুপি কখন এসে সে তার চোখ চেপে ধ'রেছে। না, ও রাগ ক'রবে—ভয়ানক রাগ ক'রবে, কিছুতেই ওর ছেলেমানুষীর প্রশ্রয় ও দেবে না—

অনিমা চেষ্টা ক'রলে কণ্ঠস্বরকে যথেষ্ট কর্কশ ক'রতে, কিন্তু কোন কড়া কথাই সে ব'লতে পারলে না। —"এত অসময়ে এলে?" অনিমা শুধু ঐ টুকু ব'ললে।—

"আমি ত অসময়েরই অতিথি অনি"—কি মিষ্টি, না, রঞ্জিত বদলায়নি, একটুও বদলায়নি—তার একটা কথায় রঞ্জিতের ভেতরটা পর্য্যন্ত স্বচ্ছ পরিস্কার হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

"কি করো, ওরা কেউ এসে প'ড়বে?" মুখে প্রতিবাদ ক'রলেও অনিমা একটুও নিজেকে মুক্ত ক'রবার চেষ্টা করেনি। বরং আরো নিবিড়ভাবে বুকের কাছে স'রে এসেছে।

—"আজকের দিনটা মাটী হ'য়ে গেল, যদি তুমি একটু আগে আসতে"—

কথা ব'লতে ব'লতে হোষ্টেল ছাড়িয়ে অনিমা অনেকটা এসে প'ড়েছে—এক্ষুণি হয়ত তাদের খাবার ঘণ্টা প'ড়বে। ও কি, রঞ্জিতের সঙ্গে সে কোথায় চ'লেছে—এতটা রাস্তা সে একাই বা ফিরবে কি ক'রে? রঞ্জিত থামছে না, অনর্গল কথা ব'লতে ব'লতে চ'লেছে, রঞ্জিত কি সারা রাতই চ'লবে নাকি? তাড়াতাড়িতে ঘরের দরজাটাও বন্ধ করা হয় নি। না, এবার সে নিজেই ফিরবে। এঁ কি—এগারটা বাজলো নাকি? এ কোথায় সে এসে প'ড়লো—সত্যি তাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয় ত'

ব্যস্তভাবে চারিদিকে ফোন ক'রছেন। সে একটা খবর পর্য্যন্ত দিয়ে আসেনি! —অনিমার হাতে একটু চাপ দিয়ে মিষ্টি ক'রে রঞ্জিত ব'ললে—

That shall be to-morrow
not to-night
Let us bury, sorrow,
out of sight.

এ যে দেশবন্ধু পার্ক—রঞ্জিত তাকে ছাড়বে না, অনিমা বেশ বুঝতে পেরেছে—তার সঙ্গের মাদকতায় অনিমাও ছেড়ে যেতে পারছে না।

শব্দহীন মুহূর্ত্তের সমুদ্রে তারা ডুব দিয়েছে—কেউই তাদের খুঁজে পাবে না।—সত্যি রঞ্জিত এত নির্লজ্জ হ'লো কবে থেকে? কেউ যদি এসে পড়ে? আবার?—

রঞ্জিত তার চুলগুলো নিয়ে খেলা ক'রছে—অসহ্য আরামে অনিমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো—

রঞ্জিত বোস তারা গুণছে—ও নিজের মধ্যে একবার ডুব দিলে আর ওকে খুঁজে পাওয়া যায় না—ওর ভিতরে এক মৌন মুনি বাস করে;—

একি বৃষ্টি এলো নাকি? রঞ্জিত ওকে ধাক্কা

মারছে—ও কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল—সত্যি ও হোষ্টেলে ফিরবে কি ক'রে ?

—অনিমা আস্তে আস্তে ব'ললে—"এত বেলা হ'লো, হোষ্টেলে কি ক'রে ফিরবো বলো ত' ?"

পাশ ফিরে চোখ খুলে দেখলে, সুপ্রকাশ—অর্দ্ধেক দাড়ি কামাতে কামাতে উঠে এসেছে—

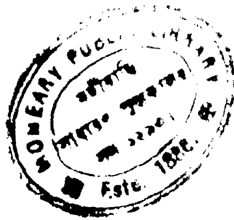
"ও কি স্বপ্ন দেখছো নাকি—সমস্ত রাত কি সব বিড় বিড় ক'রে ব'কছিলে ?" সুপ্রকাশ ওর মাথাটা ধ'রে একটু নাড়া দিলে ; চোখ রগড়াতে রগড়াতে অনিমা বিছানায় উঠে ব'সলো—বাইরে টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি প'ড়ছে—

হ্যাঁ, স্বপ্নই ত—এ তার রঞ্জিত বোসের স্বপ্ন—তার ছাত্র জীবনের রঞ্জিত বোস।

কি ভেবে অনিমা জিজ্ঞাসা ক'রলে—"আজ তোমার ইষ্টারের ছুটী বুঝি ?" সুপ্রকাশ shaving brushটা গালে ঘ'ষতে ঘ'ষতে ব'ললে—"আমাদের আবার ছুটী ;—আজকে আবার লাইনে বেরোতে হবে ! বালি ব্রীজের ওদিকটার সব কাজ এখনও শেষ হয় নি।"

সুপ্রকাশ ইঞ্জিনিয়ার—অনিমার সঙ্গে কিছু দিন হ'লো তার বিয়ে হ'য়েছে।

ব্লু স্কার্ফ



আবার শীতের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় প্রশান্ত স্থুরমাকে দেখতে পেল। কতদিনকার ফেলে আসা কয়েকটি গোধূলিমদির মুহূর্ত্ত,—যার স্মৃতি এখন ধূসর হ'য়ে এসেছে।—প্রশান্ত আর ওরা পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাক্তো,—বাঙ্গালী পরিবারের ঘনিষ্ঠতা হ'তে বেশী সময় লাগে না,—কিছুদিনের মধ্যে একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়, প্রশান্ত স্থুরমাকে বৌদি ব'লে ডাক্তো। বয়সের সঙ্গে স্থুরমার মনে একটুও গাম্ভীর্য্যের ছাপ পড়েনি। উচ্ছ্বাস, হাসি, ঠাট্টা এত লেগেই আছে, কারণে অকারণে, সময়ে অসময়ে প্রশান্তর ডাক প'ড়্তো —"হ্যাঁ ভাই, এই উল্‌গুলো নিয়ে যাও, ঠিক এরকম দু' পাউণ্ড নিয়ে এসো লক্ষ্মীটি।" আর একদিন হয়ত, "দেখো প্রশান্ত, তোমার সঙ্গে সিনেমায় যাবো ব'লেই দু'খানা টিকিট আনিয়েছি; তুমি কিন্তু"—মোটের ওপর বেশ কাট্‌তো সে ক'টা দিন। কোনদিন ভাল লাগ্‌ছেনা, মনের একটা বিষণ্ণ ভাব—এরকম কখনও হয়নি। কিন্তু এক বিষণ্ণ সন্ধ্যার স্মৃতি প্রশান্তর মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিল। হাল্‌কা কথা, লঘু ইসারা, স্বচ্ছন্দ গতি, সব কিছুকে কেন্দ্র ক'রে যে ছবি সেদিন

ফুটে উঠেছিল, প্রশান্তর স্মৃতিতে, আজও তা কাঁচের মত বিঁধে আছে। ওরা সেদিন ফ্ল্যাট্ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে, অন্য যায়গায় বাসা ঠিক হ'য়েছে। শুধু আজকের রাত্রিটা—কাল সকালেই ওরা আবার এক অপরিচিত স্থানে গিয়ে বাসা বাঁধবে—শুধু আজকের রাত্রি।

"শুধু আজকের রাত্রি, কি বলো প্রশান্ত—তারপর হয়ত আমরা কতদূরে চ'লে গেছি। কাছে থাক্‌লেই মায়া—দূরে গেলে আর কী!" সুরমা প্রশান্তর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে এই কথাগুলো বল্‌ছিল। ঘরের অন্ধকার ঘনীভূত হ'য়ে এসেছে, বাইরে বর্ষণ মুখর সন্ধ্যা। "তুমি ভুলে যাচ্ছো আমরা গরুর গাড়ীর যুগে বাস করি না সুতরাং"—"সুতরাং মোটরে ক'রে একদিন আমাদের ওখানে বেড়িয়ে আস্‌বে—যাক্ তবু খানিকটা আশার কথা শোনালে।" কথাটা ব'লে সুরমা উঠে দাঁড়াল আর আয়নার পাশে স'রে এলো। তারপর আলোটা জ্বেলে অনেকক্ষণ ধ'রে ও চুলগুলো ঠিক ক'র্‌তে লাগ্‌লো; চিরুনিটা হাতে নিয়ে একটু থেমে, সুরমা আবার ব'ল্‌লেঃ "আমার কথা তুমি বুঝতে পার্‌বে না প্রশান্ত"—

"তোমরা কি চিরদিনই দুর্ব্বোধ্য নও ?"

সুরমার প্রসাধন পর্ব্ব শেষ হ'লো, এইবার সে বিছানার একপাশে এসে ব'স্‌লো, "এইবার আর তোমার পড়ার ক্ষতি হবেনা, আমার জন্যে অনেক দিনই তো কলেজ কামাই ক'রেছ।"

"মনে মনে বেশ গর্ব্বিত হ'চ্ছো বোধ হয় ?"

সুরমার চোখে অর্থপূর্ণ হাসি।

"আসলে কিন্তু সেকথা সত্যি নয়,"—প্রশান্ত ব'ল্লে।
"তার মানে ?" একটু বিস্মিত হ'য়ে সুরমা তাকাল।
"অনেক সময় একঘেয়ে লেক্‌চার ভাল লাগতো না ব'লে চ'লে এসেছি।" প্রশান্ত তেমনি হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌লে। সুরমার বিষাদ মলিন মুখখানা লক্ষ্য ক'রে একটু থেমে ও ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "কিন্তু সত্যি ব'ল্‌চি বেশ লাগ্‌তো আমার, যখন তোমায় কনুইয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখ্‌তাম। বেশ ছিলাম, আমার কিন্তু বেশ লাগ্‌তো ! কি বলো ?"

"আমারও", সুরমা রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো—আরও কাছে স'রে এসে কবিতার মত নরমভাবে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "কত বিরক্ত যে তোমায় ক'রেছি !"

সাপ আর মেয়ে

হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে প্রশান্ত ব'ল্‌লে, "ক'টা বেজেছে বৌদি ?"

ছন্দ কেটে গেলো আর অনেকখানি ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঘরে ঢুক্‌লো।—"চলে যাচ্ছি বৌদি",—স্নুরমার মন তখন এত অন্যমনস্ক ছিল, বোধ হয় শুন্‌তে পায়নি, ফিরে যখন তাকাল, তার আগেই প্রশান্ত চ'লে গেছে। সেই অলস সন্ধ্যায় স্নুরমার মনে কী যে হ'লো,—স্নুইচটা টেনে আলো জ্বাল্‌তেও ওর ইচ্ছা হ'লো না,—বিছানায় একেবারে এলিয়ে প'ড়লো, ভেঙ্গে প'ড়লো বোধ হয়।

সমস্ত দিন কি অমানুষিক পরিশ্রম সে ক'রেছে, ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য্য প্রশান্ত যতক্ষণ ছিল; একথা তার মনেই হয়নি—সমস্ত দুপুর সেইত একা কথা ব'লেছে, একটুও ক্লান্তি আসেনি তার। অন্য দিন ? অন্য দিন ঝি না আসা পর্য্যন্ত সে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছে—সেই কলে জল আসার শব্দ শুন্‌লে তার ঘুম ভাঙ্গবে। এঁটো বাসন নিয়ে ঝি যখন টানাটানি স্নুরু ক'র্‌বে—এটা ওটা জিজ্ঞেস ক'র্‌বে—স্নুরমা কী বিরক্তই না হয় অন্যদিন! কিছুতেই

ঘুম ভাঙ্গতে চায় না—এপাশ ওপাশ করে কতবার ··
ঘুম ভাঙ্গলেও চোখ খুলে সে অনেকক্ষণ তাকায় না—
এটা ওর স্বভাব। কিন্তু গয়লা দুধ নিয়ে এলেই ওর
উঠ্‌তে হয়। খুকীটা দৌরাত্ম্য সুরু করে, খাবার জন্য
চীৎকার লাগিয়ে দেয়—ষ্টোভ ধরিয়ে ও বাথরুমে গিয়ে
ঢোকে—তারপর খুঁটিনাটি কাজ শেষ হয়। পাঁচটা
বাজবার আগেই ও বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।—ছোট
রাস্তা হ'লেও অফিস ছুটীর পর অনেক লোক এই পথে
আসা যাওয়া করে। সুরমা একমনে কত কা যে ভাবে,
—হঠাৎ এক সময় ঘরে চ'লে আসে—রেডিওটা খুলে
দেয়—হাতের কাছে একটা মাসিক পত্র টেনে নিয়ে
এটা ওটা দেখতে থাকে,—হয়তো কিছুই দেখে না।

প্রশান্ত হয়তো তখন পাশের ঘরে মিন্টুকে নিয়ে
টানাটানি আরম্ভ ক'রেছে—ছুটোছুটি—দাপাদাপি, শেষ
পর্য্যন্ত একটা কিছু না ভাঙ্গলে কেউই শান্ত হবার নয়।

ড্রেসিং টেবিলের দিকে স'রে এসে সুরমা আবার
এলোমেলো চুলগুলো ঠিক ক'রতে লাগ্‌লো।

"বৌদি রাগ ক'রলে?" প্রশান্ত কোথায় ছিল,
হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়াল।

"কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?"

"তোমার কাছে ছিলাম নাকি ? আমার যেন তাই মনে হ্‌লো",—প্রশান্ত ব'ল্‌লে।

"ওই জন্যেই তোমাদের বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না।"

"কেন ?"

"জানিনা যাও।" প্রশান্ত সরে এসে সুরমার হাতটা শক্ত ক'রে চেপে ধ'রলো।

"ওকি," সুরমা হাতটা টেনে নেবার চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লে।

"—ওকি !" হঠাৎ দুজনে পিছনে ফিরে চ'ম্‌কে উঠ্‌লো—সুরমা সে অবস্থা কাটিয়ে উঠে ব'ল্‌লে, "প্রশান্ত দেখ্‌তেই ওরকম, রিস্‌টএ একটুও জোর নেই,—ড্রেসিং টেবিলটা একটুও নড়াতে পার্‌ছে না—আমি বলি, গ্ল্যাস্‌টা খুলে বরং আলাদা প্যাক্ করা যাক্—কি বলো ?"

রমানাথ শুধু গম্ভীরভাবে 'হুঁ' ব'লে হ্যাট্‌টা র‍্যাকের ওপর রাখলো।

প্রশান্ত কিছু ব'ল্‌তে না পেরে ঘেমে উঠেছিল, কোন রকমে অনেক চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লে, "তোমার চা হ'বে না বৌদি—আমি চ'ল্‌লাম।"

"না ভাই, একটু ব'সো—আমি এখুনি তোমাদের চা আন্‌চি।"

রমানাথ পাশের ঘরে টেবিলের ওপর ফাইলগুলো নাড়াচাড়া ক'র্‌ছিল—গম্ভীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন।

সুরমা আলমারি থেকে চা'য়ের সরঞ্জামগুলো নামাতে নামাতে ব'ল্‌লে, "ওকি, ওরকম ক'রছো কেন?"

"কি রকম?" রমানাথের রুক্ষ স্বরটা আরও কর্কশ শোনাল।

"কথা বল্‌চোনা যে?"

"দরকার নেই ব'লে—তোমার গল্প শেষ হ'লো?" কথাটায় যথেষ্ট শ্লেষ ছিল—সুরমা বুঝ্‌তে পেরে নির্ব্বিকার সহজকণ্ঠে উত্তর ক'রলো,—"হ্যাঁ, প্রশান্ত চ'লে যাবে, ওকে চা'টা দিয়ে আস্‌ছি।"

"তোমাকে যেতে হবে না—"

"কিছু দরকার আছে তোমার?"

"না!"

"বেশত—আমি আস্‌ছি এখুনি।"

"না, না, কোথাও যেতে হবে না তোমার—"



চেয়ার ছেড়ে রমানাথ উঠে দাঁড়াল—তার গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে।

"ইতরের মত অত চেঁচাচ্ছ' কেন? আমিত যাইনি কোথাও?"—

রমানাথ আর সহ্য ক'র্‌তে পার্‌লে না—টেবিলের ওপর পিতলের এক সারস পাখী ছিল—কাণ্ডজ্ঞানশূন্য রমানাথের হাত থেকে তীব্র গতিতে সেটা সুরমার কপালে গিয়ে লাগ্‌লো,—সুরমা অস্ফুট চীৎকার ক'রে কপালে হাত দিয়ে ব'সে প'ড়্‌লো।

উত্তেজনায় রমানাথের সমস্ত শরীর কাঁপ্‌ছে, একটুও বিচলিত না হ'য়ে ব'ল্‌লে,

"তোমাকে শাসন ক'র্‌তে পার্‌বোনা আমি,—তুমি তাই ভেবেছ!"—

স্যাণ্ডেল পায়ে হন্‌ হন্‌ ক'রে রমানাথ বেড়িয়ে গেল—কোন দিকে একবার ফিরে তাকালে না!

সুরমার কপালের রক্ত কিছুতেই থাম্‌তে চায় না। সাদা শাড়ীটা লাল হ'য়ে উঠেছে, সুরমা প্রাণপণে ক্ষতের মুখটা চেপে ধ'রেছে—কিন্তু সুরমা কিছুতেই উদ্গত রক্ত স্রোতকে বন্ধ ক'রতে পারছে না।

মিনু ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো। সুরমা তাকে বুকের কাছে টান্‌তে গেল—পারলে না। সমস্ত শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ ক'রছে—দুর্ব্বল দেহটা শিথিল অবসন্ন হ'য়ে প'ড়্‌ছে। "কোথাও যেওনা মিনু লক্ষ্মীটী,"—সুরমা আর ব'ল্‌তে পার্‌লে না।

একটু পরে মিনু ফিরে এলো,—সঙ্গে প্রশান্ত। তাড়াতাড়ি প্রশান্ত সুরমাকে খাটের উপর শোয়ালে, তারপর নীচের ডাক্তারখানা থেকে ওষুদ এনে শক্ত ক'রে ক্ষত স্থান বেঁধে দিলে। কপালের চুলগুলো সরাতে সরাতে প্রশান্ত বোল্‌লে,—"কি ক'রে হ'লো বৌদি?"

সুরমা দুর্ব্বল চোখে একবার প্রশান্তর দিকে তাকাল—তারপর ধীরেধীরে চোখ দুটো বুজে এলো। হাতটা প্রশান্তর কোলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে, —"জানিনা।"

"তুমি আমায় বলোনি কেন?" প্রশান্ত আবেগ কম্পিতস্বরে ব'ল্‌লে।

"ব'ল্‌লে ত' তুমি বুঝ্‌তে পারতে না—আর তাছাড়া আমার বিশ্বাস ছিল, তোমাকে একদিন সব কথা সহজভাবে ব'ল্‌তে পারবো,—সে'দিন আমার

আস্‌বে।" সুরমা কথাগুলো ব'লে হাঁপাতে লাগ্‌লো।

"খুব কষ্ট হ'চ্ছে বৌদি?"

"না ভাই,"—একটু থেমে ক্ষীন হেসে সুরমা উত্তর ক'র্‌লে,—"আমাদের আবার কষ্ট!"

"একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রবো বৌদি?"

"বলো।"

"কলেজে আমরা তোমাদের সমন্ধে কত গল্প শুনি,—সে সব কি তবে সত্যি নয়?"

"হয়তো সত্যি—গল্প চিরদিন গল্পই থেকে যায় প্রশান্ত?"

"তবু বলো তুমি,"—প্রশান্ত জিদ্ ক'রলে, "কতদিন থেকে তুমি এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'র্‌ছো?"

"বিয়ের পর মাস তিনেক একটু অন্য রকম দেখেছি—আর আজ ক'দিনই বা হ'লো, বোধ হয় আট ন' মাস হবে।" কথাটা শুনে প্রশান্ত অতি মাত্রায় বিস্মিত হ'লো—ঘুমন্ত মিনুর আঙুল গুলো নাড়াচাড়া ক'রতে ক'রতে ব'ল্‌লে, "একে তুমি কোথায় পেলে?"

"কে—মিনু? ও আমারই ছিল নইলে আমার হবে কেন বলো? মিনুকে যদি কাছে না পেতাম,

প্রশান্ত, বেঁচে থাকার কোন অবলম্বনই আমার থাকত না।—শুনেছিলাম মেয়েদের উনি ঘৃণার চোখে দেখেন,—কেন যে তাঁর এ মতের পরিবর্ত্তন হ'লো ?"

"জানালাটা খুলে দেবো বৌদি ?"

"না ভাই শীত ক'র্‌ছে আমার—তোমাকে অনেক্ষণ আট্‌কে রেখেছি, নয় ?"

"সে জন্যে নয়, কি রকম যেন অস্বস্তি লাগ্‌ছে !"

"ভয় লাগ্‌ছে, নয় ? আজ রাত্রে আর ফিরবেন না—বোধহয় শ্রীরামপুরে ওঁর পিসিমাকে আন্‌তে গেছেন, খুব শক্ত পাহাড়ায় এবার নজর-বন্দী হবো।"

"তার মানে ?"

"তার মানে আমাকে এবার উনি দস্তুর মত শাসন ক'রবেন। হয়তো আমরা আর কিছুদিন এখানেই থেকে গেলাম, বুঝ্‌লে ?"

"বেশত, আমার কিন্তু খুব ভাল লাগ্‌ছে বৌদি।"

"ভাল লাগার কথাত এ নয় প্রশান্ত—কাছাকাছি থেকে তোমায় দেখ্‌তে পাবোনা,—এ দুর্দ্দিনের কথা ত' আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না !"

প্রশান্ত কোন' কথা ব'ল্‌লে না—নিঃশব্দে, অনেকগুলো মুহূর্ত্ত কেটে গেল।

মিনু কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছে—ছোট্ট মুঠির মধ্যে চকোলেট্‌টা আট্‌কে আছে—পাত্‌লা ঠোঁট্‌টা মাঝে মাঝে ন'ড়ে উঠ্‌ছে।

ছোটো আঙুল গুলো নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে প্রশান্ত ব'ল্‌লে—"মিনু দেখো বড় হ'লে খুব সুন্দর হবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল—সুরমা অন্যমনস্ক ভাবে ব'ল্‌লে,—"তবু ওর মায়ের মত কিছুই হয়নি ! মনিকাদিকে দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়—আমি তখন Victoria schoolএ কাজ ক'রছি—পুরী থেকে এক চিঠি পেলাম ; মনিকাদি ওখানে একটা আশ্রমে কিছুদিন থেকে আছেন জান্‌তাম। মিনুর বাবা আন্দামানে যাবার পর, মনিদি কেমন যেন হ'য়ে গিয়েছিলেন। আমরা কোন খোঁজই পেতাম না—পুরী থেকে চিঠি পেয়ে মনটা খুব খুসী হ'য়ে উঠেছিল।

তখনও বিয়ে হয়নি—চলা ফেরার স্বাধীনতা যথেষ্ট পেতাম—এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে পুরী গেলাম।

আমাকে দেখে মনিদির উচ্ছ্বাসের সীমা নেই—সে ক'টা দিন কি আনন্দেই যে কাট্‌লো! মনিদির বোধহয় ইচ্ছা ছিল, আরও কিছুদিন থাকি যাবার দিন এগিয়ে আস্‌তে,—একদিন সন্ধ্যায় ডেকে ব'ল্‌লেন,—'তোকে যে একটা ভার নিতে হবে ভাই। মিনুকে আমি তোকে দিয়ে যেতে চাই—তুইত' জানিস্‌, ওর কোন কাজই আমি ক'র্‌তে পারিনি, আর পায়ে শিকল বাঁধা থাক্‌লে কি ক'রে চ'ল্‌বো বল?' অনেক আপত্তি ক'রলাম। দু'রাত্রি ভেবে ভেবে চোখে একটুও ঘুম এলো না। মনিকাদি একেবারে সঙ্কল্প স্থির ক'রে ফেলেছেন। যাবার দিন শুধু ব'ল্‌লেন—'আবার কোন' দিন দেখা হলে মিনুকে ফিরিয়ে নেবো—ততদিন তোর কাছেই গচ্ছিত রইলো বোন।' কতদিন তার কোন খোঁজ পাইনি—কাগজে দেখেছিলাম কি একটা ষড়যন্ত্র মামলায় মীরাটে তাকে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে।" প্রশান্ত একমনে এই সুদীর্ঘ কাহিনী শুনে যাচ্ছিল—কোন সুদূর আন্দামানের অন্ধকার কারাকক্ষে একটী অবরুদ্ধ স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের করুণ আর্ত্তনাদ যেন সে শুনতে পাচ্ছিল। ঘুমন্ত মিনুকে বুকের কাছে টেনে এনে অজস্র চুমুতে তাকে

আচ্ছন্ন ক'রে তুল্‌লে। ঘুমের মধ্যে মিনু একটা শব্দ, ক'রে উঠ্‌লো। সুরমা বল্‌লে, "থাক্ ওকে আর তুলো না ভাই, তুমি বরং এইবার যাও,—তোমার মামা আবার হয়ত কিছু ব'লে ব'স্‌বেন।" প্রশান্ত একটু লজ্জা পেল, কিন্তু যাবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না ক'রে ব'ল্‌লে—"মামা আজকাল বকেন না—তা ছাড়া আমি সিনেমায় যাচ্ছি ব'লে চ'লে এসেছি।"

"সিনেমায় যাবে না ?"

"তোমাকে ফেলে ?"

"আমাকেও সঙ্গে নিতে চাও নাকি ?"

সুরমা প্রশান্তর একটা হাত কপালের কাছে টেনে নিল—"ভয়ানক মাথা ধ'রেছে আমার—কি ক'রে যাই বলো ?"

প্রশান্ত একটু বিব্রতভাবে ব'ল্‌লে—"তুমি ইচ্ছা ক'রে বুঝ্‌তে চাইবে না—আমি সত্যিই কি এখন সিনেমায় যেতে পারি নাকি ?" প্রশান্তর কাণটা একটু লাল হ'য়েছে মনে হলো।

"পারো না বুঝি"—সুরমার চোখে তখনও হাসি লেগে র'য়েছে।

"এক্ষুনি তোমার দাদা যদি এসে পড়েন ?"

"তুমি আমায় কী ভেবেছ জানি না,—আমি কি কাউকে ভয় করি তোমার মনে হয় ?"

সুরমা তেম্‌নি হেসে ব'ল্‌লে,—"বীরপুরুষ, দয়া ক'রে সুইচটা তুলে দাও, চোখে বড় লাগ্‌ছে।" প্রশান্ত সুবোধ বালকের মত আদেশ পালন ক'র্‌লে।

সুরমা একটু চুপ ক'রে থেকে ব'ল্‌লে—"আচ্ছা, তখন তুমি ওরকম ক'রে পালালে কেন ?"

"ওসব বিশ্রী কথা শুন্‌তে আমার ভাল লাগছিল না। আর তা ছাড়া তোমার অপমান কিছুতেই আমি সহ্য ক'রতে পারি না।"

প্রশান্তর আঙুল দু'টো ঠোঁটের কাছে এনে সুরমা একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে—"কেন প্রশান্ত, কেন পারো না তুমি ?"

"জানিনা—তুমি একটু চুপ ক'রে ঘুমোবার চেষ্টা করো দেখি।"

"আমি ঘুমুবো—আর তুমি জেগে থাক্‌বে নাকি ?"

"আমার এত শীগ্‌গীর ঘুম আসে না।"

"আমারও না।"

"তবে জেগে থাকো।"

"তাই ত আছি"—অনেকক্ষণ দু'জনায় চুপ ক'রে রইলো।

প্রশান্ত কি একটু ভেবে থেমে ব'ল্‌লে—"একটা কথা জান্‌তে ইচ্ছা করে।"

সুরমা এলোমেলো চুলগুলো গুছোতে গুছোতে ব'ল্‌লে—"বেশ ত।"

একটু ইতস্তত ক'রে প্রশান্ত আবার ব'ল্‌লে—"আমার মনে হয় তোমার মনে আজ অনুতাপ এসেছে—রমানাথবাবুকে তুমি ভালবাসো না,—নয়?"

সুরমার চোখে দুষ্ট হাসি লুকানো ছিল, অন্ধকারে প্রশান্ত তা টের পেলে না—"তাই বুঝি সুবিধা বুঝে নিজের সুযোগ খুঁজছো?"

"দূর তা কেন?" ওমন করো ত' এক্ষুনি চ'লে যাবো।"

"যাও না?"

"যেতে পারি না ভেবেছ?"

"রাখ্‌তে জানিনা ভেবেছ?"

প্রশান্ত একটু চুপ ক'রে থেকে আবার ব'ল্‌লে—"আমার কথা তুমি বুঝ্‌তে পারলে না।"

"কোনদিনই পারিনি।"

"পারলেও বুঝ্‌তে চাইবে না।"

"বেশ তাই!" সুরমা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

প্রশান্ত উস্‌খুস্‌ ক'রতে লাগ্‌লো। একটা অদম্য কৌতূহল ওকে চুপ ক'রে থাক্‌তে দিচ্ছে না। প্রশান্ত ব'ল্‌লে,—"আমি জানি তোমরা ভালবেসে বিয়ে ক'রেছ।"

"আমি জানি আমরা বিয়ে ক'রে ভালবাসতে পারি নি"—সুরমা মুখটা এদিকে ফিরিয়ে আন্‌লে।

"সত্যি ব'ল্‌ছো বৌদি?"

"তুমি কি মিথ্যা জান্‌তে চেয়েছিলে? আমাকে আর বকিয়ো না প্রশান্ত, অনেক রাত হ'য়েছে।" সুরমা পাশ ফিরে শুয়ে প'ড়লো, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে, উত্তেজনায় শরীরটা তার ভেঙ্গে প'ড়েছে।

প্রশান্ত ভয়ে ভয়ে অনেক পরে ব'ল্‌লে,—"রাগ ক'রেছ বৌদি?"

সুরমা প্রশান্তর হাতখানা বুকের কাছে টেনে নিয়েছিল—ঘুমের চোখে মাথাটা বালিশ থেকে সরিয়ে এনে ব'ল্‌লে—"না।"

"বৌদি ঘুমুলে ?" একটু পরে প্রশান্ত আবার ব'ল্‌লে।

"কেন ?" সুরমা পাশ ফিরে প্রশান্তর কাঁধের ওপর হাতখানা রাখ্‌লে।

"একটা কথা মনে হ'লো।"

"একটার বেশী নয় ত' ?" সুরমা একটু খোঁচা দিয়ে ব'ল্‌লে।

"বিয়ের আগে তুমি আর কাউকে ভালবেসেছ ?" প্রশান্ত লজ্জিতভাবে ব'ল্‌লে কথাটা।

"তোমার আজকে কী হ'য়েছে বলো ত ?" সুরমা প্রশান্তকে নাড়া দিয়ে ব'ল্‌লে।

"দু'এক সময় মেয়েদের মনের কথা জান্‌তে ইচ্ছা করে।"

সুরমা উঠে ব'স্‌লো—একটা বালিশে হেলান দিয়ে ব'ল্‌লে—"তারপর ? আর কি ইচ্ছা করে প্রশান্ত ?"

প্রশান্ত চুপ ক'রে গেল, কোন কথা ব'ল্‌তে পার্‌লে না। সুরমা ব'ল্‌লে—"শুন্‌বে না ?"

"বলো"—প্রশান্তর গলার স্বর অস্পষ্ট।

"কলেজে যখন পড়ি—একটা ছেলে 'cyanide' খেয়েছিল,"—স্থরমা নির্ব্বিকার কণ্ঠে ব'ল্‌লে,—"শোক ক'রবো ভেবেছিলাম, এর মধ্যেই তোমাদের রমানাথ এসে গতিরোধ ক'রলে। ইকনমিক্সের প্রফেসার রমানাথের কাছে আমি প্রাইভেট প'ড়তাম। অর্থ কিছু না বুঝ্‌লেও তার নীতি মেনে চ'ল্‌তে হ'তো—সভা সমিতি ছেড়ে দিতে হ'লো—মনিকাদির 'সঙ্ঘানী দল' থেকে নাম কাটালাম—এই পর্য্যন্ত ব'লে স্থরমা চুপ ক'রে গেল।

প্রশান্ত ব'ল্‌লে—"তারপর ?"

স্থরমা সে কথার উত্তর দিলে না—অন্ধকারে জানালার কাছে স'রে এসে ব'ল্‌লে—"সেই cyanide-এর স্মৃতি আমি ভুল্‌তে পারিনি। ছেলেটার নির্ব্বুদ্ধিতার কথা মনে হ'লে করুণা হয়,—একটা জীবন একটা শিখার মত,—কত সম্ভাবনাই না নষ্ট হ'য়ে গেল!"—স্থরমা অন্যমনস্কের মত ব'ল্‌লে।

"পৃথিবীর অনেক সম্ভাবনাই কি মেয়েদের জন্য নষ্ট হয় নি ?"

স্থরমা সে কথার জবাব দিলে না—কাছে স'রে এসে

প্রশান্তর চুলগুলো ঠিক ক'র্তে ক'র্তে ব'ল্লে,—"মেয়েদের ওপর এত রাগ তোমার ?"

প্রশান্ত সুরমার হাতটা ধ'রে ব'ল্লে—"তার মানে তুমি চুপ ক'র্তে ব'ল্ছো ?"

"রাত এখন কত ?"

"কি জানি !"—

"তোমাকে আমার বেশ লাগে।"

"তুমি ওকথা ব'ল্বে এ আমি আগেই জান্তাম," প্রশান্ত ব'ল্লে।

"কেন ?" সুরমার স্বরে বিস্ময় প্রকাশ পেল।

"মেয়েরা অনেক সময় অনেক কথা বলে যা তাদের ব'ল্তে ভাল লাগে,"—প্রশান্ত ব'ল্লে।

"ছেলেরা অনেক সময় অনেক কিছু করে যা তাদের ক'রতে ভাল লাগে", সুরমা একটু খোঁচা দিলে।

ব্যাণ্ডেজটা খুলে গিয়েছিল, প্রশান্ত ঠিক ক'রে দিতে দিতে ব'ললে,—"আমাকে ভুল বুঝো না বৌদি।"

সুরমা কোন কথা ব'ল্লেনা আর।—এক ঝলক জ্যোৎস্না বিছানায় এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। শ্রান্তিতে প্রশান্ত কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছে—সুরমা তার

মুখের দিকে গভীরভাবে চেয়েছিল, কিছুতেই ঘুম আস্‌ছিল না তার।

শেষ রাত্রের দিকে প্রশান্ত সুরমাকে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে ব'ল্‌লে—"এই বৌদি, ওঠো শীগ্‌গীর"—সুরমা এই কিছুক্ষণ হ'লো চোখ বুজেছে প্রশান্তর ডাকে উঠে ব'স্‌লো। অনিদ্রায় অস্বস্তিতে সুরমাকে কি রকম মলিন দেখাচ্ছিল—প্রশান্তর দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে,—"বেশ ঘুম তোমার! ডাকাতে সর্ব্বস্ব লুট ক'রে নিলেও টের পাবে না।"

প্রশান্ত একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'ল্‌লে,—"খুব ঘুমিয়েছিলাম বুঝি?"

"না মোটেই নয়!"

"তা হবে"—প্রশান্ত অন্যমনস্কভাবে ব'ল্‌লে—"কি বিশ্রী স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম—কে যেন চেপে ধ'রেছে সমস্ত শরীর দিয়ে, নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছিল আমার।"

সুরমাকে কি রকম দুর্ব্বল লাগ্‌ছিল,—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ব'ল্‌লে—"এখন যাও প্রশান্ত, ভোর ত' প্রায় হ'য়ে এলো।" প্রশান্ত তাড়াতাড়ি জামাটা কাঁধে

নিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। সুরমা কাছে স'রে এসে ব'ল্‌লে—"তোমার শীত ক'রছে না?"

"না।"

"দাঁড়াও",—সুরমা আলমারী থেকে 'ব্লু স্কার্ফটা' এনে প্রশান্তর গলায় জড়িয়ে দিলে,—"এর মূল্য কত জান?"

"না।"

—"অনেক দীর্ঘ শ্বাস আর অনেক অশ্রু।"

প্রশান্ত বিস্মিতভাবে ব'ল্‌লে—"তার মানে?"

"সন্ধানীদলের চিহ্ন ওটা, মনিদি যাবার সময় দিয়েছিলেন।"

প্রশান্ত আর কোন কথা ব'ল্‌লে না—ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে গেল। সুরমা বারান্দায় এসে দাঁড়াল,—রাস্তায় জল দেওয়া তখনও আরম্ভ হয়নি। অনেক রাস্তা পার হ'য়ে chawringhee grill-এ চা খেয়ে, অনেক বেলা ক'রে প্রশান্ত ঘরে এসে ঢুক্‌লো। চাদর টেনে শ্রান্ত দেহটা বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে প্রশান্ত আপন মনে ব'লে গেল—"বালীগঞ্জে যা মশা, সমস্ত রাত একটুও ঘুমুতে পারিনি।"

মামীমা কাজে ব্যস্ত ছিলেন—খোসাগুলো জড়ো ক'রতে ক'রতে ব'ল্‌লেন, "অত ভোরে ওদের বাড়ী কে এলোরে? তোর বৌদিকে জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লাম, কিছু ব'ল্‌লে না। আহা! বেচারা প'ড়ে গিয়ে কপালটা জখম ক'রে ফেলেছে।"

গতরাত্রের অনেক কথাই প্রশান্তর মনে পড়ছিল। সুরমার শেষের কথাগুলো সে যে ভুলতে পারছে না কিছুতেই।

তারপর কতদিন সুরমার কথা ম'নে হ'য়েছে,—কত রাত্রি তার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটুও ঘুম আসেনি তার। মাঝের ক'য়েকটা বছরের স্মৃতি ধূসর হ'য়ে এসেছে—প্রশান্তর জীবনেও অনেক পরিবর্ত্তন এসেছে।

সেদিন প্রশান্ত অন্যমনস্কভাবে অনেক দূর চ'লে এসেছে—শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনতার ভিড় দেখে ওর কেমন কৌতূহল হ'লো—কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েছিল তার খেয়াল নেই; হঠাৎ কে যেন ওকে ডাক্‌লে,—প্রশান্ত চ'ম্‌কে উঠ্‌লো। অনেক দিনকার পরিচিত স্বর—তবু তাকে দেখে প্রশান্ত যেন চিন্‌তে পার্‌ছিল না,—

কপালে সিঁদুর নেই, চেহারাটা আরও কৃশ দেখাচ্ছে। বহুদিন পর সুরমাকে দেখে তার অনেক কথাই মনে হ'লো।

প্রশান্ত শুধু ব'ল্‌লে,—"বৌদি তুমি?" সুরমা একটু হেসে ব'ল্‌লে—"বুঝ্‌তেই ত' পারছো; আবার ভিক্টোরিয়া স্কুলে কাজ নিয়েছি।"

"মিনু কই? অনেক বড় হ'য়েছে, নয়?"

সুরমা ব'ল্‌লে,—"তা হ'য়েছে—তারপর এখানেই আছ তাহ'লে?"

প্রশান্ত উত্তরে কী যে ব'লেছিল মনে নেই, হয়তো আরও অনেক কথা বলা যেতো। সুরমা সম্বন্ধে কত কথাই ত' কতদিন তার মনে হ'য়েছে কিন্তু সুরমাকে এ অবস্থায় দেখে কোন কথাই তার বলা হ'লো না। কেমন যেন লাগ্‌ছিল তার। সঙ্গে একটী ভদ্রলোক অপেক্ষা ক'রছিল—চুলগুলো রুক্ষ, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রতিভার চিহ্ন—প্রশান্ত বিস্মিতভাবে তার দিকে তাকাল। সুরমা ব'ল্‌লে—"মিনুর বাবা, কম্‌রেড্ রজত সেন।"

প্রশান্ত দেখ্‌লে, তার গলায় একটা 'ব্লু স্কার্ফ' জড়ানো।

সুরমা ব'ল্‌লে,—"যেও না আমাদের ওখানে,—পার্ক ষ্ট্রীট্।"

তারপর ওরা চ'লে গেল। কয়েকটী ধূলিরুক্ষ দিনের অশান্ত কলরব প্রশান্তর কাণে এলো কিন্তু প্রশান্ত তা শুন্‌তে পেল না—ট্রাফিকের শব্দে তা মিলিয়ে গেল। অনেকদিন পরে আবার এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় প্রশান্তর ডাক এলো—প্রশান্ত ইজি চেয়ারে শুয়ে অনেক কথা ভাবছিল।—বাইরে এই একটু আগে গ্যাসের আলো জ্ব'লে উঠ্‌লো। মলিনা খোকাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা ক'রছে। প্রশান্তর মনে প'ড়লো অনেক দিন আগেকার একটা কথা—'একটা জীবন একটা শিখার মত,—সে জীবন ব্যর্থ হ'লে, কত সম্ভাবনাই না নষ্ট হ'য়ে যায়।'

কিন্তু ওদের সম্ভাবনাগুলো ত' আজও নষ্ট হয়নি! সঙ্কীর্ণতার সীমাবদ্ধ পরিণতি থেকে সুরমা আজ মুক্ত। আর 'কম্‌রেড' রজত সেন!

কতদিন পরে প্রশান্তর চোখে আবার 'ব্লু স্কার্ফের' স্বপ্ন নেমে এলো?